RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

অভ্যাস পরিবর্তনেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে উচ্চ রক্তচাপ
পৃষ্ঠা-৫

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি – ১০ মার্চ, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 26, Issue: 4, Cooch Behar, Friday, 25 February - 10 March, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু, কোন পক্ষে ভারত?

কিয়েভ: বেজে গিয়েছে যুদ্ধের দামামা। ইউক্রেনের ওপর হামলা শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। ইতিমধ্যেই একাধিক মৃত্যু হয়েছে ইউক্রেনে। জায়গায় জায়গায় মিসাইল, বোমা পড়ছে এবং বহু মানুষ নিখোঁজ। রাশিয়ার আক্রমণের পালটা জবাব যে ইউক্রেনও দিচ্ছে তাও দাবি করা হয়েছে সেখানকার প্রশাসনের তরফে।

২৪ জানুয়ারি ভোর থেকে ইউক্রেন সীমান্তে আক্রমণ শুরু করেছে রাশিয়া। ইউক্রেনের সেনাকে অস্ত্র ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই অবস্থায় একাধিক দেশ নিজেদের মতো করে অবস্থান নিয়েছে। কেউ ইউক্রেনের সমর্থনে, কেউ রয়েছে রাশিয়ার সমর্থনে। তবে ভারতের অবস্থান এখানে কী?

আমাদের দেশ কোনও সময়ই যুদ্ধ সমর্থন করেনি। আলোচনা, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমেই জটিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়াতে বেশি উদ্যত ভারত। রাশিয়া এবং ইউক্রেন সংঘর্ষের মাঝেও সেই একই রকম আলোচনার বার্তা দিয়ে ভারত সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে গিয়েও কথাবার্তার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কথা জানিয়েছিল ভারত। আর সব থেকে বড় ব্যপার, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুব একটা খারাপ নয়। বিগত সময়ে একাধিক চুক্তিও করেছে দুই রাষ্ট্র। তাই এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে ভারত যে ঠিক কাজ করেছে তা মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞই। তবে ভারতের প্রতিবেশী একাধিক দেশ সরাসরি সমর্থন করছে রাশিয়াকে। তাতে ভারতের চিন্তা পরে বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

রাশিয়াকে সমর্থনকারী দেশগুলির মধ্যে সবথেকে বড় নাম চিন। পাশাপাশি রয়েছে পাকিস্তান। তারা সরাসরি ভ্লাদিমির পুতিনের পক্ষে। গত দু'দশক ধরে রাশিয়া এবং চিনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক। এই দুই দেশই অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে একে অপরের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত। তাই বেজিং যে রাশিয়ার সঙ্গেই থাকবে তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে পাকিস্তানও চিন এবং রাশিয়া থেকে সাহায্যের আশ্বাস পায়। ইতিমধ্যে এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে রাশিয়া সফরে গিয়ে, সেখানে নামার পরেই পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'কী দারুণ সময়ে রাশিয়া এলাম। খুব উত্তেজনাময় পরিস্থিতি!' যা নিয়ে এখন বিতর্ক।

চিন, পাকিস্তানের মত সরাসরি রাশিয়াকে সমর্থন করেছে এমন অনেক দেশ হয়তো নেই, কিন্তু ইউরোপের নেটো দেশগুলি সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেতে চাইছে না। ভারতের মতোই নিজেদের অবস্থান এখনও পরিষ্কার করেনি ইউরোপের এই দেশগুলি। এর জন্য নর্ড গ্যাসপাইপলাইন চুক্তি প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। আসলে ইউরোপের বিদ্যুৎক্ষেত্রে বড় ঘাটতির মুহূর্তে এই গ্যাস পাইপলাইন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা রাশিয়া থেকে জার্মানি পর্যন্ত বিস্তৃত। তার কাজও প্রায় শেষের পথে। তাই রাশিয়াকে এখনই কেউ ঘাঁটাতে চাইছে না। জার্মানি কিছুটা প্রতিবাদ দেখালেও তা না দেখানোর মতোই।

অন্যদিকে, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের (নেটো) ৩০টি দেশ আগে থেকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেছে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তো সরাসরি রাশিয়ান প্রেসিডেন্টকে আক্রমণ করে বলেছেন যে, মানুষের মৃত্যু হলে তার দায় থাকবে তাঁর ওপরেই। পাশাপাশি যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে তাঁকে বিরত থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। এমনকি আমেরিকা যে চুপচাপ বসে থাকবে না তার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষে লাভ হয়নি। আমেরিকার মতো ব্রিটেনও সরব হয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতেও লাভ হবে বলে মনে হয় না। তবে সব থেকে সঙ্কটে পড়েছে লগেরিয়া, এস্টোনিয়া, লাটভিয়া, রোমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, স্লোভাকিয়ার মতো দেশে। এইসব দেশ রাশিয়া এবং ইউক্রেন দুই দেশেরই সীমান্তে। আবার এই দেশগুলির উপর সামরিক জোটসঙ্গী হিসেবে একদা রাশিয়ার প্রভাব ছিল। তাই তারা আদতে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

দিনহাটায় দিনদুপুরে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা

দিনহাটা: গুলিতে জখম হলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তাপস দাস। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঘটনাটি ঘটে দিনহাটার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বার্নিংঘাট এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনা সূত্রে প্রকাশ ঐ দিন বিজেপি নেতা অজয় রায়ের বাড়ি থেকে চালানো গুলিতে জখম হন তৃণমূল নেতা তাপস দাস। চিকিৎসার জন্য তাঁকে এমজেএন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, গুলি তলপেট দিয়ে ঢুকে তাঁর হিপ জয়েন্টে আটকে রয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

ঘটনার পরই তৃণমূল বিজেপি নেতা অজয় রায়ের গ্রেপ্তারের দাবিতে দিনহাটা থানায় বিক্ষোভ দেখান। বিধায়ক উদয়ন গুহও ঐ বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁর কথায় বিজেপি নেতার বাড়ি থেকে এইভাবে গুলি চালানোর ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না। এদিকে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা অজয় রায় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, বিধানসভা ভোটের পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই আমার বাড়িতে হামলা চালানো হচ্ছে। এদিনও তৃণমূল আশ্রিত একদল দুষ্কৃতি আমার বাড়িতে হামলা চালায়। বোমাবাজির পাশাপাশি গুলিও চালানো হয়। ঐ গুলিতেই জখম হন তাপস দাস। তুফানগঞ্জের বিজেপি-র বিধায়ক মালতী রাভা বলেন, বিজেপি কোনভাবেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, অজয় রায় আগে তৃণমূল যুব কংগ্রেস করতেন। বিধানসভা ভোটের

আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। ভোটের পর গতবছর ৬ এপ্রিল অজয় সহ কয়েক জন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে দিনহাটা শহরের চৌপথি এলাকায় উদয়ন গুহর উপরে হামলার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার পর থেকেই অজয় কিছু দিনের জন্য দিনহাটা ছাড়া ছিলেন। সম্প্রতি তিনি জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরেন। তাঁকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দেওয়া হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি জওয়ানরা অজয়কে নিয়ে তাঁর বাড়িতে আসেন। গোটা বাড়ি ঘুরে দেখার পর তাঁরা দিনহাটা থানায় পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে যান। এরই মধ্যে বেলা একটা নাগাদ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের একাংশ অজয়ের বাড়ির সামনে জড়ো হন। তারপরই অজয়ের বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই হামলা চলাকালীন হঠাৎই গুলি চললে তাপস গুলিবিদ্ধ হন। তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে সানিরাজ জানান, ১৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বিজেপি নেতা অজয় রায়ের বাড়ির সামনে হামলা হয়। সেসময় তাপস দাস নামে এক তৃণমূল নেতা গুলিতে জখম হন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে পুলিশ সুপার জানান।

দেশীয় শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিবে রাজ্য

কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখ বর্তমানে শিল্প এবং কর্মসংস্থান তৈরি করা। এই নিয়ে কাজ করতে গিয়ে রাজ্যের শিল্পমহলের সঙ্গে শিল্প পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বড় শিল্পের পাশাপাশি দেশীয় শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করতে দেশীয় শিল্পের বৃদ্ধি ঘটাতেই হবে। এই বিষয়ে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকেও পৃথক দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাংলা আগামী দিনে বিনিয়োগের গন্তব্যস্থল। সামাজিক সব কাজ আমরা করেছি। তাই শিল্প, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামোই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। আর্থিক পরিস্থিতিরও উন্নতি হচ্ছে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিকাঠামোতে বাড়তি কাজ হয়েছে। আমি দেখতে চাই, এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাই এবার ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা অগ্রাধিকার দেব। বাংলা আগামীদিনের ইন্ডাস্ট্রির ডেস্টিনেশন"।

এপ্রিল মাসেই শুরু হবে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। এর আগেই তাজপুরের বন্দর এবং দেউচা পাঁচামিকে সামনে নিয়ে আসতে চায় রাজ্য সরকার। উৎপাদন, ইস্পাত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণেরও সেই প্রস্তাব সহ জঙ্গলমহলেও ৭২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। রাজ্যে শিল্পে এই বিনিয়োগ কর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করবে।

এপ্রিলের শিল্প সম্মেলনেও বিনিয়োগের উপর বিশেষ জোর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা এবার দেশীয় শিল্পকে অগ্রাধিকার দেব। বড়, মাঝারি, ছোট ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হবে। বিদেশি যাঁরা আসবেন, তাঁদেরও স্বাগত। ফলে সব মিলিয়ে একটা ইতিবাচক কাজ হবে"। যারা শিল্প ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাদের সতর্ক করে বলেন, "যারা নিজেদের সময় কিছু করতে পারে না তারা অপরকে এসব কাজে বাধা দেয়। এসব মানা হবে না। স্ট্রিক্টলি এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। মানুষের সঙ্গে কখনও কোনও অমানবিক কাজ যেমন আমরা করব না। সেরকম মনে রাখতে হবে যে কারও কোনও দুঃসহ অপশাসনের কাজও আমরা বরদাস্ত করব না"।

চোরাই কাঠ দিয়ে সরকারি প্রকল্পের ঘর তৈরির অভিযোগ

আলিপরদুয়ার: বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় চোরাই কাঠ দিয়ে সরকারি প্রকল্পের ঘর তৈরির অভিযোগ উঠেছে। জেলা শহর আলিপরদুয়ার থেকে প্রায় ১৫ কিমি দূরে পাটকাপাড়া ও বঞ্চুকুমারির বিস্তীর্ণ বনবস্তি সংলগ্ন এলাকায় কাঠ মাফিয়ারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বক্সা ও চিলাপাতার জঙ্গল থেকে রাতের অন্ধকারে শাল, সেগুন সহ বিভিন্ন মূল্যবান গাছ কেটে তা বাগানের বস্তি ও সংলগ্ন এলাকায় মজুত করা হচ্ছে। এই ব্যাপারটি নজরে আসতেই তল্লাশি বনদপ্তর অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার চেরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে।

কাঠ মাফিয়ারা বক্সা ও চিলাপাতার জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্থানীয় ভাবে তা করাত দিয়ে চেরাই করে বিভিন্ন এলাকায় পাচার করছে। শুধু তাই নয় শহরের পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের কাছেও এই চোরাই কাঠ কম দামে বিক্রি করছে কারবারিরা।

উল্লেখ্য, বাজারে বৈধ ভাবে সিএফটি শাল, সেগুন কাঠ কিনতে গেলে যেখানে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা দরকার সেখানে চোরাই কাঠ প্রতি সিএফটি হাজার থেকে দেড় হাজার টাকায় পাওয়া যায়। মাফিয়ারা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে চা বাগানের নালা ও বস্তি এলাকার গোপন ডেরায় রেখে ক্রেতা খুঁজতে থাকে। বন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, পাটকাপাড়া ও বঞ্চুকুমারি এলাকার অভাবী মানুষকে সামান্য টাকা রোজগারের টোপ দিয়ে তাদের ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের(অ্যাটাচড) ফরেস্ট রেঞ্জার প্রসেনজিৎ পাল বলেন, চা বাগান ও বনবস্তি এলাকার বেশিরভাগ মানুষ জঙ্গল রক্ষা করেন।কিছু কাঠ মাফিয়া স্থানীয়দের কাজে লাগিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। বিপুল পরিমাণে চোরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। বেআইনি কারবারে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, কিছু উপভোক্তা না বুঝে চোরাই কাঠ কিনে সরকারি প্রকল্পের ঘর তৈরি করছেন। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হচ্ছে।

মরাতোর্ষার ওপর দিয়ে তৈরি হবে রানওয়ে

কোচবিহার: নদীর ওপর দিয়ে তৈরি হবে রানওয়ে। বলাবাহুল্য, সমগ্র ভারতবর্ষে এই ধরনের রানওয়ে একমাত্র চেন্নাই ছাড়া আর কোথাও নেই। কোচবিহারে মরাতোর্ষা নদীর ওপর দিয়ে বিমান চলাচলের জন্য এই রানওয়ে তৈরি হবে। কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে ৭২ আসনের বিমান চালাতে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জানাগেছে প্রায় ৬৫০ মিটার রানওয়ে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ানো হবে।

বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, কলকাতার রাজ্য পূর্ত দপ্তরের ডিজাইন উইংস এই রানওয়ের বিশেষ নকশা তৈরি করছে। ইতিমধ্যে মরাতোর্ষা নদীখাতের মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে বেশ কিছু কাজও হয়ে গিয়েছে। চলতি সপ্তাহেই ডিপিআর তৈরি করবে পূর্ত দপ্তর। কোচবিহার-কলকাতা এবং কোচবিহার-গুয়াহাটি এই দুই রুটেই আপাতত বিমান চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, এর আগে কোচবিহার বিমানবন্দরের রানওয়ে বাড়াতে বিমানবন্দর সংলগ্ন মরাতোর্ষা নদীর বাঁক ঘোরাতে হয়েছিল। কিন্তু এবার নদীকে তার খাতে রেখেই কাজটি করা হবে। নদীখাতের মাটি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া

কোচবিহার বিমানবন্দর

হয়েছে। এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে জেলার পূর্ত দপ্তর। তারা ইতিমধ্যেই ড্রাফট ডিপিআর তৈরি করে ফেলেছে। যাতে ক্লিয়ারেন্সের কোন সমস্যা না হয় সেজন্য তারা প্রতিনিয়ত এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে টেকনিক্যাল বিষয় আলোচনা করছেন।

কোচবিহার বিমানবন্দরে ১,০৬৯ মিটারের যে রানওয়ে আছে তাতে ৭২ আসনের বিমান নামানো সম্ভব নয়। এর জন্য কমপক্ষে ১৪০০ থেকে ১৫০০ মিটারের রানওয়ে প্রয়োজন। সেই কথা মাথায় রেখেই নতুন রানওয়ে বাড়ানো হচ্ছে ৬৩১ মিটার। যার মধ্যে নদীর উপর রানওয়ে থাকবে ৫৫ মিটার। যা প্রায় ৪০মিটার চওড়া হবে। বিষয়টিকে প্রায় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

আগে একাধিকবার ছোট বিমান চালানোর চেষ্টা করলেও তা লাভবান হয়নি। ফলে বারবার কোচবিহার বিমানবন্দরে উড়ান চালু হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া টিকিটের দাম আকাশ ছোঁয়া হওয়ায় সাধারণ যাত্রীদের কাছে বিমানে যাতায়াত করা নাগালের বাইরে থেকে গিয়েছে। তাই এবার সরকার চাইছে আর ছোট বিমান না চালিয়ে ৭২ আসনের বিমান চালাতে। এতে বিমান সংস্থাও আগ্রহী হবে এবং ভাড়াও কমবে। পাশাপাশি কম আসনের বিমানে রাজ্য সরকারকে যে ভরতুকি দিতে হয় সেই সমস্যারও সমাধান হবে। জানাগেছে, বম্বার্ডিয়ার ৪০০ এবং এটিআর ৭২-এই দুটি মডেলের কোনও একটি বিমান চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

দলীয় পতাকা লাগিয়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প

শিলিগুড়ি: বছরের শুরুতে, এই প্রথম শুরু হল "দুয়ারে সরকার" ক্যাম্প। শহর শিলিগুড়ি জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় হচ্ছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। শহর শিলিগুড়ির ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের, বাঘাযতীন কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠেও শুরু হয়েছে এই ক্যাম্প।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, স্কুল চত্বরে দলীয় পতাকা লাগিয়ে সহায়তা ক্যাম্প তৈরি করেছে শাসক দলের কর্মিরা। যা নিয়ে, বিতর্কের দানা বাঁধে। এবিষয়ে ক্যাম্পের আধিকারিক রাকেশ দে জানান, "বিষয়টি পুর-কমিশনারকে জানিয়েছি। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।" খবর পেয়ে দ্রুত ঐ ক্যাম্পে পৌঁছান শিলিগুড়ি মহকুমাশাসক শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাও পাটিল। দ্রুত দলীয় পতাকা খুলে ফেলার নির্দেশ দেন তিনি। এধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়েও নজরদারি করবার নির্দেশ দেন প্রশাসনিক আধিকারিকদের। দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনও করেন তিনি।

পুরভোটে নতুন প্রার্থীদের ওপর আস্থা তৃণমূলের

কোচবিহার: কোচবিহার পুরসভায় মোট ২০টি ওয়ার্ড রয়েছে। সব ওয়ার্ডেই প্রার্থী দিয়েছে তৃনমূল। তবে এবার পুরভোটে নব্য তৃণমূলীদের উপরই বেশি আস্থা রাখছে দল। প্রকৃতপক্ষে আদি তৃনমূল বলতে মাত্র কয়েকজন প্রার্থীই তালিকায় রয়েছেন। প্রার্থীদের মধ্যে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৯ নম্বরের আমিনা আহমেদ এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী সাহা হলেন একেবারে আদি তৃনমূল প্রার্থী। কোচবিহারে তৃনমূলের জন্ম লগ্ন থেকেই তাঁরা দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক কাউন্সিলার চন্দনা মহন্ত ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলার মায়া সাহা, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার রঞ্জন ভট্টাচার্যের স্ত্রী পম্পা ভট্টাচার্যকে এবার পুরভোটে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। উল্লেখ্য এই চন্দনা মহন্ত, মায়া সাহা এবং রঞ্জন বাবু কিছুদিন আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ৭ নম্বর ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় সেখানে রঞ্জন বাবুর স্ত্রীকে প্রার্থী করা হয়েছে।

শুভজিৎ কুন্ডু ও রেবা কুন্ডু কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে এসেছেন ২০১৩ সালে। তাঁরা তৃণমূলের টিকিটে কাউন্সিলারও হয়েছেন। প্রাক্তন কাউন্সিলার মিনা তর ও যুথিকা সরকার আগে কাউন্সিলার হলেও কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে এসেছেন কয়েক বছর আগে। মিনতি বড়ুয়া, শম্পা রায় আবার কংগ্রেস ছেড়ে নির্দল প্রার্থী হয়ে ভোটে জিতে তৃণমূলে এসেছেন। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিকও কয়েক বছর আগে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে এসেছেন। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী প্রণব গোস্বামী এর আগেও তৃণমূলের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী মোস্তাক আহমেও কংগ্রেস থেকে এসেছেন। তিনি আবার এর আগে পুরভোটে কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নতুন প্রার্থীরা হলেন- ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তপন আচার্য, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মিনতি রায়, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের অভিজিৎ মজুমদার, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চন্দনা রজক। সবমিলিয়ে এবারের ভোটে প্রার্থী তালিকায় পুরানো বা আদি তৃনমূলের চাইতে নতুন মুখের ভিড়ই বেশি। এতে অবশ্য কোনও নতুন বিতর্ক খুঁজে পাচ্ছেনা ঘাসফুল শিবিরের জেলা নেতৃত্ব। কোচবিহারের তৃণমূল জেলা সভাপতি গিরিন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, নতুন-পুরানো কোনও বিষয় নেই। ভারসাম্য রেখে প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

শতাব্দী পর জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে বাজবে সানাই

জলপাইগুড়ি: ১১২ বছর প্রায় এক শতাব্দী পর আরও একবার সানাই বাজবে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে। রীতিনীতি মেনে রাজপরিবারের কুলদেবতা বৈকুণ্ঠনাথ ঠাকুরের ছবি সাক্ষী রেখে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন রানি প্রতিভা দেবীর নাতি সৌম্য।

রাজা প্রসন্নদেবের কন্যা রানি প্রতিভা দেবীর পুত্র প্রণত বসুর ছেলে সৌম্য বসুর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে শিলিগুড়ি হায়দারপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ ও শিল্পী সরকারের মেয়ে লিন্ডা সরকারের। বিয়ের আসর বসবে শিলিগুড়িতে। রাজবাড়ির প্রথা অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন তাঁরা। শিলিগুড়িতে বৈকুণ্ঠনাথের বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে ছবি নিয়ে যাওয়া হবে আর এই ছবিকে সাক্ষী রেখেই পাত্রপাত্রী বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। তবে বিয়ে করে রাজবাড়িতে পা রাখার আগে সৌম্য ও লিন্ডা রাজবাড়ীর অন্য গৃহ দেবতা মনসা, শিব ও কালীমন্দিরে প্রণাম করে রাজবাড়িতে প্রবেশ করবেন। ভেতরে ঢোকার পর কুলদেবতা বৈকুণ্ঠনাথ ঠাকুরের মূল বিগ্রহকে প্রণাম করার পরই তাঁরা বৌভাতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। রাজবাড়ির নিয়ম অনুসারে লজ্জাবস্ত্র থাকেনা। সিঁদুর দান করা হয় দর্পণে। বিয়ে করাবেন রাজবাড়ির কুলপুরোহিত শিবু ঘোষাল। উল্লেখ্য, ১১২ বছর আগে রাজা প্রসন্নদেবের রাজবাড়িতে বিয়ে হয়েছিল।

ইংরেজবাজার থানা ঘেরাও করলো বিজেপি

ইংরেজবাজার: পুর নির্বাচনকে ঘিরে মালদায় তৃণমূলের সন্ত্রাস এবং শাসক দলের হয়ে পুলিশের কাজ করা, দলীয় কর্মী - সমর্থকদের অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ তুলে ইংরেজবাজার থানা ঘেরাও করলো জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। ১৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বিজেপি জেলার নেতা, সাংসদ, বিধায়করা মালদা শহর একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করে। এরপরই ইংরেজবাজার থানার সামনের রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান দলীয় নেতাকর্মীরা। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার বিজেপি দলের সাংসদ খগেন মুর্মু, ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি, জেলার উত্তর ও দক্ষিণ মালদার সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত এবং পার্থসারথী ঘোষ সহ ইংরেজবাজার পুরসভার বিজেপি দলের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিজেপি দলের প্রার্থীরা।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ইংরেজবাজার থানার সামনে প্রতিবাদ অবস্থান-বিক্ষোভ করে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ মালদার বিজেপির জেলা

সভাপতি পার্থসারথী ঘোষ বলেন, ইংরেজবাজার পুরসভার ২৯ টি ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে পুলিশ। দলীয় কর্মী, সমর্থকদের যখন-তখন মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে থানায় ডেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। এমনকি তৃণমূল দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীদের কার্যালয়ে পোস্টার, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে। ভাঙচুর করছে। এইসব ঘটনার ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। তাই তৃণমূলের সন্ত্রাস এবং পুলিশের এহেন আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন ইংরেজবাজার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে, তাহলে বিজেপির আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নিবে।

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, শাসক দলের হয়ে কাজ করছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ । আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিভিন্ন ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থীদের মিটিং, মিছিল করতে দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীদের পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। দলের কর্মী-সমর্থকদের নানাভাবে হেনস্তা করছে পুলিশ । তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এসব নিয়ে এদিন ইংরেজবাজার থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়েছে। অবিলম্বে পুলিশ স্বচ্ছতার সাথে ভূমিকা গ্রহণ না করলে এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে।

১০০ দিনের কাজে পিছিয়ে জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি: প্রতিবেশী রাজ্য গুলির তুলনায় ১০০ দিনের কাজে প্রায় অনেকটাই পিছিয়ে আছে জলপাইগুড়ি জেলা। গত ১৫ দিনের কাজের হিসেবে সেই তথ্যই উঠে এসেছে। রাজ্য স্তর থেকে বিষয়টি লিখিতভাবে জেলাস্তরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলাস্তর থেকে গ্রামপঞ্চায়েত গুলিকে ১০০ দিনের কাজের গতি বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গত ১৫ দিনে এই প্রকল্পের কোন কাজ হয়নি। খারিজা বেরুবাড়ি ২, নগর বেরুবাড়ি এবং বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গত কয়েকদিনে মজদুর এই প্রকল্পে কাজ পাননি। বাহাদুর, বারোপাটিয়া-নতুনবস, বেলাকোবা, গড়ালবাড়ি, খড়িয়া, খারিজা বেরুবাড়ি-১, মণ্ডলঘাট সহ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কর্ম সুনিশ্চিত প্রকল্পে কাজের হার সন্তোষজনক নয়। অভিযোগ উঠেছে এই কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের কাজ দিতে বিশেষ তৎপরা দেখাচ্ছেনা। এর ফলে দিনমজুররা যেমন রোজগার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তেমনি সম্পদও সৃষ্টি হচ্ছেনা।

পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ি জেলার নয়টি বক্ষে গত ১৫ দিনে এই প্রকল্পে দৈনিক কাজ পেয়েছেন ২৬ হাজার ২৭৮ জন। যেখানে কোচবিহার জেলায় দৈনিক কাজ পেয়েছেন ৯৬ হাজার ৬৮ জন। গোর্খা হিল কাউন্সিল এলাকায় কাজ পেয়েছেন দৈনিক ৪৩ হাজার ৭৫৯ জন, আলিপুরদুয়ার জেলায় এই সংখ্যাটা হল দৈনিক ৬৩ হাজার ৩২৭ জন, কালিম্পং-এ ২১হাজার ৪৫৫জন প্রতিদিন কাজ পেয়েছেন, শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রতিদিন কাজ পেয়েছেন ৫ হাজার ৪৩৭ জন।

এব্যাপারে জলপাইগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দুলাল দেবনাথের মন্তব্য ধারাবাহিক ভাবে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম হয়ে আসছে। কেন্দ্র সরকার সময়মত টাকা পাঠাচ্ছেনা বলে কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেও কাজ হয়নি। তা সত্ত্বেও এই সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেই রাজ্য সরকার কাজে গতি আনার নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধার্মিক পোশাক

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ভারতীয় সংবিধানে, ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মের পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্র কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। প্রত্যেক নাগরিকই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করতে পারবে। ২৫ নং ধারা- প্রত্যেক নাগরিককে তাদের নিজেদের বিবেক অনুযায়ী যে কোনও ধর্মমত গ্রহণ, ধর্মপালন ও নিজেদের ধর্মমত প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়ছে।

ভারতে বিভিন্ন ধর্ম এবং বর্ণের মানুষ এক সঙ্গে বসবাস করেন। তাই বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতেই সমতা এবং একতা ভাব আনার জন্য ইউনিফর্ম ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেকোন ধার্মিক পোশাক পরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

সম্প্রতি হিজাব পরা কিছু মুসলিম মেয়েকে উদুপির একটি সরকারি কলেজে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এর পর এই মামলা আদালতে পৌঁছয়। কর্নাটকের উদুপির প্রি-ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের দায়ের করা মামলার শুনানিতে অ্যাডভোকেট জেনারেল দাবি করেন, আদালতের রায়ের মাধ্যমে যদি হিজাব পরার বিষয়টিকে একটি জরুরি ধর্মীয় আচার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাহলে সব মুসলিম মহিলা তা পরতে বাধ্য হবেন। যাঁরা হিজাব পরতে চান না, তাঁদেরও পরতে হবে। যদি আদালত এই মামলার পক্ষে রায় দেয় তাতে এটা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাধীনতায় আঘাত করা।

তবে সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করে। প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম অনুষঙ্গী বস্তুগুলি দ্বারা ভেদাভেদ তৈরি না করে সেখানে শুধু শিক্ষার দিকে জোর দেওয়াই দেশের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গল।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

ভিজে যায় কবিতার খাতা

- কৌশিক চক্রবর্তী

ঋতু মেনে গ্রীষ্ম শেষে শ্রাবণ আসে
বৃষ্টির ধারা নেমে আসে ঝমঝমিয়ে
ভিজে যায় আমার সমস্ত শরীর
ভিজে যায় আমার দেহজ আগুন
ভিজে যায় আমার কবিতার খাতা।

শরীর থেকে বুদবুদ ওঠে
ধুয়ে যায় দম্ভের শেষ বিন্দু
নিভে যায় লাল রক্তের শেষ প্রদীপ
বিষাদের কালি গলে পড়ে টপটপ করে
মুছে যায় আমার কবিতার প্রতিটা লাইন।

প্রবন্ধ

ধনী ও দরিদ্র

....সান্তোষ কুমার দে সরকার

সমাজের চোখে গরীব আরও গরীব হলে এবং গরীবের গরীব হয়ে ভয়ংকর বংশ বিস্তারিত হলে কষ্টের সীমা থাকে না। অন্যদিকে সামান্য কয়জন বিপুল ধনী যারা হয়ে উঠলো, তারা কী করে ধনী হলো অথবা সেই ধনীদের পূর্বপুরুষ, মাত্র এক আনা পুঁজি নিয়ে ধনী হওয়ার স্বপ্ন, সাহস,ঝুঁকি নিয়ে যে নিরন্তর চেষ্টা করলো, সেই দিকে আরামের ও সম্মানের অবাক দৃষ্টি সমাজ কক্ষনো ফেলতে চায় না। কারণ গরীবের নির্ধন হওয়ার দুঃখের ঘটনার চেয়ে ধনীর তিল তিল করে ধন গড়ে তোলার দুরূহ প্রচেষ্টা নিয়ে ভাবা ও মেনে নেওয়া শান্তির নয়,সে অসহ্য এক বৈষম্যর ব্যাপার। সমাজ ভাবে ধনীর জন্ম হয় সৌভাগ্য ও অলৌকিক আশীর্বাদে, আর গরীবের জন্ম হয় ধনীর অভিশাপে ও অত্যাচারে। সমাজের চরম মিথ্যের এই অন্ধকার জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই গরীব সহজে সমাজের চোখের জল আদায় করে। সে দয়া ভিক্ষাও পায়, সে দান পায়, সে ধার পায় এবং সে আরও কাঙাল হয়ে ওঠে। ওদিকে ধনীর ধনবৃদ্ধির পিছনে চিরন্তন প্রগতির মেধা,পরিশ্রমের রক্তাক্ত পায়ের ছাপের দিকে কারোরই নজর পড়ে না। সমাজ নিজের দুর্বল মানসিকতার একটি আয়োজন স্থির করে রাখে,যাকে নিয়ে ভাবলে তার উপকার হয় সে তার পাশেই আবেগের শূন্য ভিক্ষা নিয়ে দাঁড়াবে। গরীবের চিরকালের দুর্বলতা, অলসতা, স্বপ্ন দেখার অনিচ্ছাকে সারানোর চেষ্টা সে কখনোই করবে না আর ধনীকে নিয়ে ভাবলে ক্ষতির সম্ভাবনা, হিংসের উদগীরণ,লাভের আশাহীন ভাবনা। তাই সমাজ সেই ধনীর ধনীত্বের মুণ্ডুপাত করবে এবং ধনীর নিজের যোগ্যতায় ন্যায্য ধনী হয়ে থাকার ও নিরন্তর উন্নতির জন্য সমাজের মানুষের কাছে ঘৃণিত হয়ে থাকবে পরিসংখ্যানে চিরকাল।

গরীব যতই বাড়ছে, তার চেয়েও সমাজের দুশ্চিন্তা ও প্রবল রাগ এই যে 'ধনী ও ধনীর ধন কোন রহস্যে কেন বেড়ে উঠলো'।

মানুষের ধনী ও দরিদ্র হয়ে ওঠার পথ চিরকালই খোলা। সেই পথে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী বসে নেই, বসে থাকলে দেশে গরীব থাকতো না, ধনীও থাকতো না। সেই পথে সকলের জন্য রয়েছে নিরন্তর চেষ্টা,স্বপ্ন,ঝুঁকি,নিরাশা, উত্তুঙ্গ আশা ও পরস্পর কঠিন যুদ্ধের পথে যোগান হিসেবে অফুরান দমের হাঁটার প্রবল শক্তি। সেই পথের গিঁট বাঁধা সকল মানুষেরই দুই বাহুতে। যার গিঁট খুলে যায় সে দরিদ্রের দলে, যে গিঁট আরও শক্ত করে বেঁধে এগোয়, সেই ধনী। সমাজ এটাকে মানে না,কারণ এই বিপ্লবের নায়ক ধনী, তার বড্ড যেন আরাম এখন, তার বাগিচায় প্রচুর সম্পদফুল। ভিলেন হলো সেই দারিদ্র, যে বেচারার দুই বাহুতে ও মগজে দুর্ভাগ্যের বজ্রপাত। গরীবের দোষ ধরা হয় না তার দরিদ্র হওয়ার জন্য, কিন্তু ধনীর পরিশ্রমের ও বিপ্লবের যে ধন, সে যেন তার লুকিয়ে ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যখের ধন।

শহরে দু'টি মানুষ প্রবেশ করলো একসাথে। একজন প্রভূত লোকসান করে গ্রামে ফিরে গরীব হয়ে রইলো পুনরায় আর একজন ধনী হয়ে উঠলো, এই সমীকরণ সমাজের চোখকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো। সমাজের প্ররোচনায় গরীব পুনরায় ধনীর কাছে এসে সাহায্য চাইলে ধনী তাকে একেবারে ফতুর করে ছেড়ে দিলো- এই গল্প সমাজঅন্ধরা খুব তুলে ধরে। ধনীর দেওয়া ধনের আসল পুঁজিকে গরীব দ্বিতীয়বার বাড়িয়ে তুলতে পারলো না নিজের অর্জিত আসল মূলধনের সম্বলে, কেবলই সুদ বাড়লো শুধু এবং গরীব গরীব রয়ে গেলো। ধনীর সন্তান ধনীর উপার্জনের উত্তরাধিকার পেলো সরল অধিকারে। আরও জটিল হলো যখন দরিদ্রের সন্তানও উত্তরাধিকার সূত্রে পেলো আরও দরিদ্র হয়ে ওঠার চরম দুর্ভোগ। সমাজ বুঝলো না কিছুতেই। ধনীর ধন শেষ হতে পারে ভোগে, রোগে, নানাবিধ জটিলতায়। অন্যদিকে দরিদ্রের শক্তি বেড়ে সে একদিন ধনী হতে পারে, এই ক্রিয়া দাঁড়িপাল্লায় মেপে সমাজে ঘটে না, হয় সামাজিক নীতি ও নিয়মের সঞ্চয় ও অবক্ষয়ের উপর।

***

গল্প

বিহঙ্গ

....অনামিকা

রোজকার এই চাপা কষ্টটা আর নিতে পারছে না অনু। এক ছাদের নিচে থেকেও সায়নের সাথে দুরত্বটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ছোটখাটো বিষয় নিয়েও অশান্তি হয় আজকাল। অথচ অনু প্রাণপণে চেষ্টা করে যাতে অশান্তিটা না হয়। বিয়েটা বাবা মায়ের পছন্দেই হয়েছিল,অনুর নয়। তবে অশান্তির কারণ সেটা নয়। বরের উদাসীনতা ,অবহেলা,উপেক্ষা,দুর্ব্যবহার সব কিছু মাথা পেতে নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল সে। সবাই বলত সন্তান এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন কি সায়নও খুব উৎসাহ দেখাল ছেলেটা যখন পেটে এল।দায়িত্বশীল স্বামীর ভুমিকা নিয়েছিলো তখন, হ্যাঁ ভূমিকাই বটে কারণ দায়িত্বশীলতার সীমাবদ্ধতা শুধু ওই টুকু সময়ের জন্যই ছিলো।

তারপর আবার আগের মতই ছন্নছাড়া দাম্পত্য। আজকাল ব্যপারটা আরো জঘন্য হচ্ছে জেঠতুতো জা নীতার মদতে। কানাঘুষোয় শোনা যায় নীতার মেয়ে মিস্টুর বায়োলজিকাল বাবা সায়ন। সেটা যে সত্যি তা সায়নের হাবেভাবে প্রকাশও পেয়ে থাকে সবসময় তাছাড়া বিয়ের পর থেকেই সায়ন যে নীতাময় তা অনুও বুঝতে পেরেছিল। শুধুমাত্র পরিস্থিতি তাকে চালনা করে গেছে প্রতিনিয়ত। বাবা মায়ের সম্মানহানির ভয় তাকে বেরতে দেয়নি সম্পর্ক থেকে। অবশ্য বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার পক্ষে বয়সটাও কমই ছিলো, তাই ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিল অনু সঙ্গে নিজেকে সাবলম্বী করারো চেষ্টায় ছিল। শুধুমাত্র মনের জোরে অবশেষে এল সেই সাফল্য; অনুর কঠোর পরিশ্রম আজ সফল করে চাকরির জয়েনিং লেটার হাতে পেল এই মাত্র। সায়ন অফিসে আর বাকিরা দুপুরের ভাৎঘুমে ব্যস্ত রোজকার মতই, তাছাড়া এই বাড়িতে অনুর সাফল্য বা ব্যর্থতায় কারোর কিছুই এসে যায় না; বাড়ির লোকের কাছে সে আদৌ মানুষের পর্যায়ে পরে কিনা সেটা ও ভাবার বিষয়। অতএব পায়ের তলার জমি শক্ত করার লড়াইয়ে একলা সৈনিক অনু তার পরিকল্পনার জাল সন্তর্পণে গতানুগতিক ধারায় চালু রাখল।

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে ঘুমন্ত ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল তার পর চোখ বন্ধ করে সবটা সাজিয়ে নিল মনে মনে। না বাবা মাকেও জানবে না কিছু; লড়াইটা যে তার একলার। সায়ন চেয়েছিল আলাদা থাকতে কিন্ত অনু চায়নি সায়নের ভরণপোষণে বাঁচতে। অনেকবার ডিভোর্সের কথাও বলেছে সায়ন ; অনু এড়িয়ে গেছে। আজ সব সমাধানের দিন। একটা স্বস্তির শীতল বাতাস মনটাকে তার জুড়িয়ে দিল একনিমেষে। না চাইতেও অদ্ভুৎভবে দুচোখ জুড়ে ঘুমের আবেশ নেমে এল। দুর থেকে কেউ একটা ডাকছে অত্যন্ত কর্কশ গলায়; হঠাৎ একটা নরম হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে গেল অনুর। ছেলেটা উঠে গেছে,অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে অনুর দিকে হয়তো ভাবছে তার মাও তাহলে ঘুমায়! আসলে এটুকু বয়সে দুপুরে মাকে ঘুমাতে দেখেনি তো কোনোদিন। হয়তো মায়াও হচ্ছিল কিংবা ভয় পাচ্ছিল মায়ের কিছু হল নাকি এই ভেবে তাই আলতো হাতে মাকে জড়িয়ে ধরেছিল। মা জেগে উঠতেই যেন প্রাণ ফিরে পেল। অনু ছেলেকে কোলে নিয়েই রান্নাঘরে ছুটল বিকেলের জলখাবার বানাতে। শাশুড়িমা রান্নাঘরে আগেই ঢুকে গেছেন অণুকে দেখে থমথমে মুখে জিজ্ঞেস করলেন অনু এতক্ষন ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? প্রায় সাথে সাথেই অণুকে কিছু না বলতে দিয়ে ঝড়েরবেগে নাতিকে নিয়ে বসার ঘরে চলে গেলেন। অনু জানে এর মানে আজ রাতের রান্নায় শাশুড়ি মার সাহায্যটুকু থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাই বসার ঘরে জলখাবারটা পৌছে দিয়ে তাড়াতাড়ি রাতের রান্নার জোগাড়ে লেগে গেল অনু। আজ থেকেই গোছগাছ করতে হবে জয়েনিং এর কদিন আগেই এ বাড়ি ছাড়তে চায় সে। রাতে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে অনু দিয়াকে একটা ফোন করলো পরশুই সে দিয়াদের ভাড়া বাড়িতে উঠবে দিয়া যেন সব ব্যবস্থা করে রাখে। অনু প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে শুয়ে পড়ল । সায়ন অফিস থেকে ফিরে মিস্টুকে পড়ায় রোজ তাই এখনো মিস্টুদের ঘরেই আছে । ঘুম আসছিল না কিন্তু অপেক্ষাই বা করবে কার জন্য? আনমনে নিজের কথাই ভাবছিল ;সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে আজ সবাইকে নিয়ে কত মজা করত ; অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস নিস্তব্ধ ঘরটাতে শব্দের মূর্চ্ছনা তুলল, দু ফোঁটা চোখের জল ও কি গড়াল অনুর চোখে ! খরখরে আঙুলগুলো দিয়ে দ্রুত চোখদুটো মুছে নিয়ে ঘুমন্ত ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো অনু; হয়তো মনে মনে ছেলেটাকে মানুষ করার প্রতিজ্ঞাও করলো নিজের ক্ষমতায় ,সুশিক্ষায় । আর সেইসব বাচ্চাদেরকেও সে সুশিক্ষার সাথে সুন্দর মানসিকতার মেলবন্ধনে মানুষ করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করল মনে মনে যাদের সে পড়াতে যাচ্ছে ।

অনুর ভাবনার মাঝেই আজ অপ্রত্যাশিতভাবে সায়ন একটু তাড়তাড়ি ই ঘরে ফিরে এল । রাতের খাবারটা সায়ন শোবার ঘরেই খায় ; অনু উঠে রোজকার মতই সায়নের খাবারটা টেবিলে সাজিয়ে আবার শুতে যাচ্ছিল হঠাৎ সায়ন জানতে চাইল আজ যে চিঠিটা এসেছিল সেটা অনু তাকে দেয়নি কেন?

নীতাময় সংসারে এটা কি আর সায়নের অগোচরে থাকে? সর্বদাই যে অনুর উপর নজরদারি চলছে যেন চলন্ত বন্দিনী সে অথচ চিঠিটা নেওয়ার সময়ও বাইরে কেউই ছিল না। শাশুড়ির রাগের কারণটাও যে এটাই বুঝতে পারল; চিঠিটা হয়ত সায়নের দেখাও হয়ে গেছে ; চিঠিটা যে খোয়া যায়নি এই অনেক।

মুচকি হেসে অনু জানাল ওটা সায়নের নয় অনুর চিঠি আর পরশু ছেলেকে নিয়ে সে চলে যাচ্ছে। সায়নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সরে এল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আনমনে খাবারটা শেষ করে সায়ন বলল স্কুলটা তো ঘন্টা দুয়েকের পথ তা বাড়ি থেকেই তো যাতায়াত করতে পারত অনু।

অনুও জানে চাইলেই সে এটা করতে পারত কিন্তু না আর নয় রোজকার অপমান আর নয়; মুখে বলল আসলে টুবানটা অনেক ছোট তাই ওকে নিয়ে রোজ এতটা পথ জার্নি করতে চাই না আর মার ও তো বয়স হয়েছে তাই বাড়িতে রেখে যাওয়া ও সম্ভব নয়। সায়ন বিড়বিড় করে বলল; তা বলে টুবানের কি বাবার দরকার নেই... সায়ন তো এটাই চেয়েছিল তবুও বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। এটা কি ছেলে টুবানের জন্য যাকে সারাদিনে একটা বার ও আদর করে কোলে নেয়না সে; নাকি অনুর জন্য যাকে সারাটা সময় দাবিয়ে রেখেছে জুতোর নিচে নিজের ইচ্ছেয় বা অন্যের প্ররোচনায় ! অনু কি ওর অভ্যেস হয়ে গেছে নাকি দাসী ভেবে রাখা মেয়েমানুষের মানুষ রূপের উত্থান তার পৌরষত্বএর আজন্ম লালিত অহঙ্কারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে? অণুকে জোর করে আটকে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলছে কি সায়ন।

অনুরও মন কেমন করছে তবে ভয়ে নয় আনন্দে। কাঁদতে চাইছে না সে তবুও দুচোখ বেয়ে জল ধারা বয়ে চলেছে। এ কান্না তার ভালো লাগছে; বুকের ভিতরের জমাট কষ্টগুলো যেন গলে গলে পড়ছে । সব বাধনে থেকেও মুক্ত সে আজ।

***

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বৈদ্যুতিকরণের উদ্যোগ

আলিপরদুয়ার: চলতি বছরের শেষেই শিলিগুড়ি জংশন থেকে নিউ মাল জংশন স্টেশন পর্যন্ত রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেল দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের প্রায় ৪৯০কিমি পথে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে এই বৈদ্যুতিকরণের কাজ হবে। এরমধ্যে শিলিগুড়ি থেকে নিউ মাল জংশন পর্যন্ত জঙ্গল অংশে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২২ ডিসেম্বরের মধ্যেই এই রুটে বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ করতে চায় রেল। এছাড়া নিউ মাল জংশন থেকে শামুকতলা পর্যন্ত ছোট ছোট রুটগুলিতেও ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করতে চায় রেল। এই বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হলে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সমস্ত রেলপথে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালানো সম্ভব হবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দিলীপকুমার সিং এই বিষয়ে বলেন, শিলিগুড়ি জংশন থেকে শামুকতলা পর্যন্ত বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে গুলমা এলাকায় কাজ শুরু হয়ে গেছে। যা ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। শিলিগুড়ি জংশন থেকে নিউমাল জংশন পর্যন্ত কাজ সবার আগে শেষ করা হলেও একাধিক পকেট রুটের কাজ চলবে। দিলীপবাবু বলেন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো কাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ৪০টি শিল্প পার্ক

শিলিগুড়ি: উত্তরের অলিখিত রাজধানী শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিল রাজ্য সরকার। শিল্প উদ্যোগ ছাড়া যে কর্ম সংস্থান সম্ভব নয় সেটাও এদিনের বিজনেস মিটে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে কৃষিনির্ভর শিল্পে জোর দেওয়ার কথা বলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। উল্লেখ্য, ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত শিল্প সম্মেলন বা নর্থবেঙ্গল বিজনেস মিটে উত্তরবঙ্গে ছোট আকারে ৪০টি শিল্প পার্ক গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও এদিন শিল্প সম্মেলনে দশ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে জানান রাজ্যের মুখ্য সচিব।

রাজ্যের মুখ্য সচিব বলেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের শিল্প পরিকাঠামোর যেমন উন্নতি হবে তেমনি এখানকার লোকেদের কাজের খোঁজে আর ভিন রাজ্যে যেতে হবেনা। উত্তরবঙ্গের শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়নে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে যেমন জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনি শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে হসপিটাল এবং এডুকেশন হাব তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম এলাকায় ৪০একর জমিতে একটি শিল্প তালুক গড়ে তোলা হবে। জমির সমস্যার কথা মাথায় রেখে ছোট ছোট শিল্প তালুক গড়ে তোলার ওপরই বেশি জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের নর্থ বেঙ্গলের সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, ট্রেড লাইসেন্স সহ বিভিন্ন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। ফলে উত্তরবঙ্গের পরিবর্তন ঘটবে বলে আমরা আশাবাদী।

প্রতিশ্রুতি পূরণ, ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পেল স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড

কলকাতা: স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৫ হাজার পড়ুয়ার হাতে ক্রেডিট কার্ড তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন ৫ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং আরও ২৫ হাজার পড়ুয়াদের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। জানা গেছে, সরকারের এর জন্য ব্যয় হবে মোট ১ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের গুরুত্ব সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেবে এই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড।

ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সুবিধার কথা ঘোষণার পরেই উপচে পড়ছে আবেদনকারীদের সংখ্যা। তবে অনেক ছাত্রছাত্রীরাই অভিযোগ জানিয়েছেন যে, ব্যাংক তাদের লোন দিতে চাইছে না। এই প্রসঙ্গে ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকার গ্যারেন্টার হলে ঋণ দিতে অসুবিধা কোথায়? পড়ুয়াদের এই ভাবে অসহযোগিতা করবেন না। অসহযোগিতা করা মানে বিকাশে বাধা দেওয়া।' ব্যাংকগুলিকে লোণ দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, একুশের নির্বাচনএর আগেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড চালু করার কথা বলেছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেন। এই কার্ডের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন নিতে পারবেন পড়ুয়ারা। সব ধরনের ব্যাংক থেকে লোন পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারই থাকবে ক্রেডিট কার্ডের গ্যারেন্টার।

সাইবার ক্রাইম গবেষণা কেন্দ্র জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি: সাইবার ক্রাইম নিয়ে চিন্তিত উত্তরবঙ্গ। সাইবার ক্রাইম নিয়ে প্রতিদিন প্রচুর অভিযোগ জমা পড়ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানায়। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় একদিকে যেমন মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন তেমনি অপরদিকে পুলিশ প্রশাসনও মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারছেনা। কিছুটা হলেও এই সাইবার ক্রাইম কমাতে দিশা দেখালো রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ। বিজ্ঞান মহোৎসবে জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায় বলেন, জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সাইবার ক্রাইমের ওপর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার হবে। এই সেন্টার থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আগ্রহী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

মানিকের ডান্সের প্রশংসায় মুগ্ধ বিচারকরা

কোচবিহার: এরিয়াল ডান্সে দেশের তারিফ কুড়োচ্ছেন কোচবিহারের পিলখানার বাসিন্দা মানিক পাল। জাতীয় স্তরে এক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের রিয়েলিটি শো 'হুনরবাজ দেশ কি শান'-এ সেরা ১২ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে মাণিক। মিঠুন চক্রবর্তী, করণ জোহর, পরিণিতি চোপড়ার মত বিচারকরা তার নাচের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

জীবন এখন কিছুটা সহজ হলেও শুরুটা কিন্তু ছিল বেশ কঠিন। প্রতিকূলতা ছোট থেকেই সঙ্গী ছিল মানিকের। তাঁরা আদতে অসমের বাসিন্দা। তাঁর বাবা সেখানে একটি চায়ের দোকান চালাতেন। ১৯৯৯ সালের এক জঙ্গি হামলায় তিনি মারা যান। অভাবের সংসার ভেসে যাওয়ার অবস্থা হয়। কোনমতে সেই ছোট্ট চায়ের দোকান চালিয়ে মা গীতা পাল সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় অবশেষে কোচবিহারের পিলখানায় মামার বাড়িতে চলে আসেন তাঁরা। তারপর থেকে এখানেই পড়াশোনা শুরু হয়। রামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পাশাপাশি ক্যারাটে ও ভলিবল খেলাও চলতে থাকে। এরই মধ্যে একদিন কি করে এই এরিয়াল ডান্স দেখে মানিক। তারপর থেকে সেটাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে যায়। প্রথমে নিজে নিজে, তারপর একেওকে ধরে ধীরে ধীরে এই নাচে পটু হওয়ার পর ২০১৫ সালে তিনি ইন্ডিয়া গট ট্যালেন্টে নাম দেন এবং প্রতিযোগিতার শেরার শিরোপা ওঠে তাঁর মাথায়।

মানিক জানায়, ইন্ডিয়া গট ট্যালেন্ট জিতে কোচবিহারের মদনমোহন কলোনিতে মাকে একটা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলাম। সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা মুর্হুত। শোয়ের সেলেব্রিটি বিচারকদের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী মানিক কোচবিহারে একটি নাচের স্কুল খোলেন। নাচ শেখানোর বিনিময় কিছু পারিশ্রমিক নিলেও যারা আর্থিক সঙ্কটে ভুগছেন তাদেরকে বিনা পয়সায় নাচ শেখান।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের ষষ্ঠ দফার প্রশিক্ষণ শুরু মার্চে

নাগরাকাটা: গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেবে স্বাস্থ্য দপ্তর। উন্নত গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে কয়েক দফায় গ্রামীণ চিকিৎসকদের এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা শুরু হয়েছে। এবার হবে ষষ্ঠ দফার প্রশিক্ষণ। বিভিন্ন জেলার নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে ১৫ মার্চ থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সাল থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ চিকিৎসকদের এই সরকারি প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হয়। সেসময়ে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। ছয় মাসের ও একদিনের কোর্স। বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের পাশাপাশি কুষ্ঠ, যক্ষা এবং মা-শিশুর স্বাস্থ্যের বিষয় একটি করে হ্যান্ড বুকও এই গ্রামীণ চিকিৎসকদের দেওয়া হয় প্রশিক্ষণের সময়। সরকারি নির্দেশ অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রাপকদের নূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক হতে হবে।

বলাবাহুল্য, প্রত্যন্ত ব্লক ও পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবকদের স্কীল ডেভেলপমেন্টের ওপর জোড় দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এর আগে সর্বশেষ প্রশিক্ষণটি হয় ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২০-এপ্রিল পর্যন্ত। সেসময় ৩০টি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে ৭৩টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এবার ছয় মাসের এই প্রশিক্ষণে ২৪টি ক্লাসের ব্যবস্থা থাকছে। ব্যাচ পিছু ৫০জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এবারের প্রশিক্ষণ পর্বে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদাসহ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামীণ চিকিৎসকরা থাকবেন। এব্যাপারে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তত্বাবাধনে সমগ্র প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হবে।

বার্মা টিক পাচার রোধে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুট ব্যবহার করে মূল্যবান বার্মা টিক পাচার চলছে রমরমিয়ে। এই কাঠ পাচারের রমরমা কারবারে রাশ টানতে বন দপ্তরের অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারিকে মাথায় রেখে ৩৮ থেকে ৪০ জন সদস্যের একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে বন দপ্তর। উল্লেখ্য, বন দপ্তরের বিভিন্ন এলাকার ডিএফও, রেঞ্জ অফিসার, বিট অফিসার সহ ফরেস্ট পুলিশকে নিয়ে এই টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে।

রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, মায়ানমার থেকে বার্মা টিক অসম ও উত্তরবঙ্গ হয়ে কর্ণাটক ও মুম্বাইতে পাচার হচ্ছে। স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠনের পর অভিযান চালিয়ে প্রচুর কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই বাজেয়াপ্ত কাঠের মূল্য প্রায় ৮০ থেকে ৯০ কোটি টাকা। বনমন্ত্রী বলেন, বাংলার মাটি থেকে কাঠ পাচার কোনমতেই বরদাস্ত করা হবেনা। লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় নথি না থাকলেই গ্রেপ্তার করা হবে। এছাড়া একটি বিশেষ টীম তৈরি করে রাজ্যের প্রতিটি স'মিলের ওপরও নজর রাখা হচ্ছে। কাঠ পাচারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালের ফরেস্ট অ্যাক্ট কার্যকর হবে।

এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠনর পাশাপাশি জাতীয় সড়কে পেট্রোলিং-এর জন্য বন দপ্তর ১১টি আলাদা দল গঠন করেছে। এই ব্যাপারে কেউ যাতে বিষয়টি বুঝতে না পারে সেজন্য আলাদা গাড়িতে নজরদারি চালানো হচ্ছে। বন দপ্তর সূত্রের খবর, কাঠ পাচারের জন্য পাচারকারীরা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যকে পাখির চোখ করেছে। পাচারকারীরা জাতীয় সড়ক গুলিকে পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে। গত দুমাসে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮০-৯০ কোটি টাকার টিক কাঠ সহ ৭০-৮০টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে বন দপ্তর। এছাড়া কাঠ পাচারের অভিযোগে ১৪জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

আনিস খান মৃত্যুর তদন্তে সিট, গ্রেফতার দুই পুলিসকর্মী

কলকাতা: ছাত্রনেতা আনিস খানের মৃত্যু ঘিরে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। ১৮ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে পুলিস ও সিভিক ভলান্টিয়ারের পোশাক পরা চার যুবক আসে আনিসের বাড়িতে। আনিসের নাম করে তাঁরা ডাকাডাকি করায় দরজা খুলে দেন আনিসের বাবা সালেম খান। তাঁর অভিযোগ, পুলিসের পোশাক পরা একজন হাতে বন্দুক নিয়ে একটি ঘরে তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল। বাকি তিন জন তিনতলার ছাদে চলে যায়। আনিস তখন ছাদেই ছিলেন। কিছুক্ষণ পর সালেম ওপর থেকে কিছু পড়ার শব্দ শোনেন।

আনিসের বাবার দাবি, ওই তিনজন নীচে এসে বন্দুকধারীকে বলে, কাজ হাসিল হয়ে গিয়েছে। পরে বাড়ির সামনে আনিসকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এর পর আনিসকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এই ঘটনার পর থেকে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক প্রান্ত বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয় পড়ুয়া থেকে একাধিক রাজনৈতিক দল। এর পর ২৩ ফেব্রুয়ারি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান আনিস খান মৃত্যু মামলায় দুই পুলিসকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ তরফে জানা যায়, আনিস খান হত্যা তদন্তে দোষীদের শাস্তি দিতে সবরকম দিকগুলো খতিয়ে দেখছে রাজ্য পুলিস। বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট তদন্ত করছে।

ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে বেশ সক্রিয়ভাবেই যুক্ত ছিলেন আনিস। বাগনান কলেজে থাকাকালীন এসএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। বাম মানসিকতার আনিস শুরু থেকেই বেশ সক্রিয় ছিলেন কলেজ রাজনীতিতে। পরবর্তী সময়ে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পর আইসা এবং এআইএফবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। জানা গেছে, অতিতে এনআরসি-সিএএ বিরোধিতা করা সহ একধিকবার স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধেও রুখে দাড়িয়ে ছিলেন তিনি।

প্যারাসিটামল খাওয়া হতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ

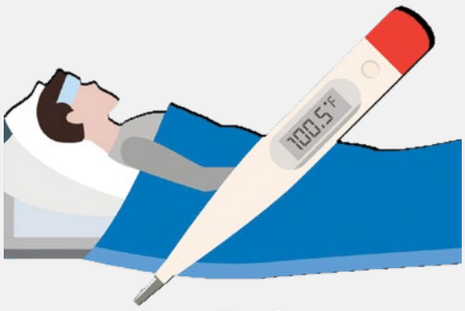

প্যারাসিটামল এখন একটি দৈনন্দিন নাম হয়ে উঠেছে। সামান্য জ্বর কিংবা মাথাব্যথাতেও বেশিরভাগেরই কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়াই নিজের সিদ্ধান্তে প্যারাসিটামল খেয়ে থাকেন। তবে এটা ভোলা ঠিক নিয় যে, প্রত্যেক ওষুধ যেমন নির্দিষ্ট ডোজ রয়েছে তেমনই কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। আর তাই হুড়োহুড়ি করে ওষুধ খাওয়া মোটেই শরীরের জন্য ভাল নয়। সামান্য জ্বর, সর্দি কিংবা মাথাব্যথা হলেই প্রথম আমাদের যে ওষুধটির কথা মাথায় আসে তা হল প্যারাসিটামল।

জ্বর কিংবা মাথা ব্যাথার মুল কারণ না জেনেই বেশিরভাগ এই ওষুধটি খেয়ে ফেলেন। তবে এটিও জেনে রাখা ভালো যে, মুঠো মুঠো প্যারাসিটামল খেলে কিন্তু হতে পারে ঘোর বিপদ! পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে দেখা যেতে পারে একাধিক সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের মতে নিয়মিত ভাবে প্যারাসিটামল খেলে কিন্তু রক্তচাপ বাড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর সেখান থেকে আসতে পারে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের ঝুঁকিও। এছাড়াও কোনও কারণ ছাড়াই এই ওষুধ খেলে বমি বমি ভাব, বমি, ত্বকের নানা সমস্যা হতে পারে। যখন প্রতিদিন এই ৪ গ্রামের প্যারাসিটামল খাচ্ছেন এতে কিন্তু হার্ট, কিডনির অনেক রকম সমস্যা আসে। এমনকী কিডনির ক্ষতি হয়। লিভার ঠিক করে কাজ করে না। কাজেই নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে প্যারাসিটামল খাবেন না। এছাড়াও এই এষুধ খাওয়ার পর যদি কোনও জটিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় তাহলে ১৬ ঘন্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। সব রোগের জন্য এবং সব রোগীর জন্য প্যারাসিটামল নয়। প্যারাসিটামল খেলে অতি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খাবেন।

আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে সারা বছর ধরেই কিন্তু জ্বর-সর্দির সমস্যা লেগে থাকে। জ্বর কোনও রোগ নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। আর তাই তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রি না ছাড়ালে জ্বরের ওষুধ খাবেন না। বরং বেশি করে জল খান। জ্বর হলেও শরীরের ডিহাইড্রেশনের মত সমস্যা আসে। ফলে জল, স্যুপ, জুস এই জাতীয় খাবার বেশি করে। পুষ্টিকর খাবার খান। শরীরকে উপযুক্ত বিশ্রাম দিন।

কিছু অভ্যাস পরিবর্তনেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে উচ্চ রক্তচাপ

হাইপারটেনশন, হাই ব্লাড প্রেশার এই শব্দগুলো আজকের দিনে খুবই সাধারণ। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বহু মানুষ ভোগেন। কিন্তু এই অসুখ বাড়িয়ে দেন অন্য অসুখের ঝুঁকি। হাইপারটেনশনের সমস্যা যাঁদের রয়েছে, তাঁদের মধ্যে স্ট্রোক এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তারই সঙ্গে প্রাণহানীরও ঝুঁকি বাড়ে। তাই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। এবং তাঁর পরামর্শ মতো চলা দরকার মতে মত বিশেষজ্ঞদের। তারপরও লাইফস্টাইলে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসলেও নিয়ন্ত্রণে থাকে রক্তচাপ।

১. আমরা সকলেই জানি মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকারক। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মদ্যপানের ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয় মদ্যপান। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা কমিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে মদ্যপান ত্যাগ করার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

২. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে খাদ্যাভ্যাসেও নজর দেওয়া জরুরি। সুস্থ থাকতে জাঙ্ক ফুড, তৈলাক্ত খাবার, অত্যধিক মশলা দেওয়া খাবার অবশ্যই ত্যাগ করা প্রয়োজন। পরিবর্তে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম জাতীয় খাবার অবশ্যই তালিকায় রাখা প্রয়োজন। সবুজ শাক-সব্জি, ডার্ক চকোলেট, কলা, ব্রাউন ব্রেড, কমলালেবু, মাশরুম, কিশমিশ, খেজুর প্রভৃতি নিয়মিত খাওয়া প্রয়োজন।

৩. মদ্যপানের মতো একইরকম ক্ষতিকর ধূমপানও। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ধূমপান। রক্তচাপ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এটি। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে অবশ্যই ধূমপান ত্যাগ করা প্রয়োজন।

৪. বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শরীর সুস্থ রাখতে প্রতিদিন নিয়ম করে শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। নিয়মিত শরীরচর্চা করলে হাইপারটেনশনের সমস্যা কম হয়। ওজন কমানোর জন্য তো বহু মানুষ শরীরচর্চা করে থাকেন। এবার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।

৫. খাবারে নুনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

বি.দ্র.- উল্লেখিত দাবি, পরামর্শ শুধুমাত্র তথ্যের জন্য। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

এরিয়েলের নতুন ক্যাম্পেন ফিল্ম - #সীইকোয়াল

শিলিগুড়ি: গত সাত বছর ধরে, এরিয়েল ইন্ডিয়া গৃহস্থালির কাজের অসম বিভাজনের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রচার চালাচ্ছে এবং আরও বেশি সংখ্যক পুরুষকে #শেয়ারদ্যলোড (#ShareTheLoad) অর্থাৎ কাজের সমবন্টনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এর মাধ্যমে এরিয়েলের উদ্দেশ্য - পরিবারের মধ্যে সমতা বিষয়ে আরও বেশি সচেতনতা সৃষ্টি করা। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এরিয়েল #শেয়ারদ্যলোড-এর পঞ্চম সংস্করণের উদ্বোধন উপলক্ষে #সীইকোয়াল (#SeeEqual) নামে একটি ফিল্ম চালু করল। এই ফিল্মের মাধ্যমে এরিয়েল একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে – 'পুরুষরা যদি অন্য পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে কাজের বোঝা ভাগ করতে পারে তবে তারা কেন তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে তা করছে না?' এভাবে এরিয়েল পুরুষদের সমান ভূমিকা পালন করার ও সমান অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

এরিয়েলের #শেয়ারদ্যলোড-এর পঞ্চম সংস্করণের ফিল্মটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা, প্রযোজক, উদ্যোক্তা, পরিবেশবিদ জেনেলিয়া ডি'সুজা ও রিতেশ দেশমুখ, অক্ষরা সেন্টারের (এনজিও) ড. নন্দিতা শাহ, শরৎ ভার্মা (পিঅ্যান্ডজি ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট- ফ্যাব্রিক কেয়ার), জোশী পল (বিবিডিও ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার)। প্যানেলটি পরিচালনা করেন শিবানী দান্ডেকর।

ওই অনুষ্ঠানে, এরিয়েল তার বিশেষ সংস্করণ 'এরিয়েল ম্যাটিক পাউডার' প্যাকও লঞ্চ করেছে। ২০১৫ সালে #শেয়ারদ্যলোড ক্যাম্পেনের প্রথম সংস্করণে এরিয়েল একটি খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল - 'কাচাকাচির কাজ কি শুধুমাত্র মহিলার কাজ?' এবার নতুন ফিল্ম এরিয়েল #শেয়ারদ্যলোড #সীইকোয়াল হল স্বামী ও স্ত্রীকে সমানভাবে দেখার বিষয়ে, কারণ 'যখন আপনি সমান দেখেন, আপনি সমভাবে ভাগ করেন'।

গুজরাটের গান্ধীনগরে ভি'র ৫জি ট্রায়াল

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর, ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড (ভি) জানিয়েছে, তাদের টেকনোলজি পার্টনার নোকিয়ার সহায়তায় গুজরাটের গান্ধীনগরে ৫জি ট্রায়াল চলাকালীন ৫জি 'ভয়েস ওভার নিউ রেডিয়ো' (VoNR) সফল হয়েছে। চালু হওয়ার পর ভিওএনআর সলিউশন ভি'কে তাদের গ্রাহকদের ৫জি হাই-ডেফিনিশন ভয়েস এক্সপিরিয়েন্স প্রদান করতে সক্ষম করবে এবং পরবর্তীতে আরও বেশকিছু উন্নত ভয়েস অ্যাপ্লিকেশন প্রদান করতে পারবে।

ভি বর্তমানে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৫জি স্পেক্ট্রাম দ্বারা ৫জি ট্রায়াল চালাচ্ছে গুজরাটের গান্ধীনগরে ও মহারাষ্ট্রের পুনেতে। ভিওএনআর ট্রায়াল পরিচালিত হয়েছে নোকিয়ার 'কম্প্রিহেন্সিভ পোর্টফোলিও অফ সলিউশন্স'-এর ভিত্তিতে, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এয়ারস্কেল ৫জি আরএএন, ৫জি কোর ও আইপি মাল্টিমিডিয়া সাবসিস্টেম ভয়েস কোর।

এর আগে, গান্ধীনগরে নোকিয়ার সঙ্গে ৫জি ট্রায়ালের সময়, ভি ৪ জিবিপিএস-এর বেশি স্পিড অর্জন করতে পেরেছিল এবং ইউনিক কনজিউমার ইউজ কেস প্রদর্শন করেছিল, যেমন এআই-ভিত্তিক ভিআর স্ট্রিমিং, রোলার কোস্টার গেমিং, ভিআর কন্টেন্ট প্লেব্যাক।

অ্যালেক্সার ব্যবহারে বৃদ্ধি ৬৮%

কলকাতা: ভারতে মাত্র চার বছর হল চালু হয়েছে ইকো স্মার্ট স্পিকার আলেক্সা। এরই মধ্যে শপিং-র জন্য কয়েক লক্ষ্য ভারতীয় আলেক্সা বিল্ট-ইন স্পিকার তথা আলেক্সার ভয়েস পরিষেবা ব্যবহার করেছেন। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে মেট্রো শহর গুলিতে ২০২০ সালে যেখানে ৫০ শতাংশ লোক আলেক্সার ভয়েস পরিষেবা ব্যবহার করেছেন সেখানে ২০২১ সালে প্রায় ৬৮ শতাংশ লোক এই পরিষেবা ব্যবহার করেছে। উল্লেখ্য, বিগত বছরে মার্চ-এপ্রিল-এ কোভিড ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় গ্রাহকরা প্রতিদিন আলেক্সাকে প্রায় ১১, ৫০০টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন।

ইন্ডিয়াতে অ্যালেক্সার বার্ষিকী উদযাপন করতে অ্যামাজন ব্লকবাস্টার ডিল ঘোষণা করেছে। এই ডিল অনুযায়ী অ্যামাজন ইকো রেঞ্জের স্মার্ট স্পিকার এবং ডিসপ্লেগুলির ওপর ৫০% পর্যন্ত ছাড় রয়েছে, ফায়ার টিভি ডিভাইসগুলিতে ৪৩% পর্যন্ত ছাড়, অ্যালেক্সা বিল্ট-ইন ডিভাইসগুলিতে ৩০% পর্যন্ত ছাড় রয়েছে। এই ডিলগুলি ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত https://www.amazon.in/alexadeals-এ উপলব্ধ। অ্যামাজন ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে অ্যালেক্সার কান্ট্রি লিডার পুনেশ কুমার বলেন, আলেক্সা আশেপাশে থাকা জীবনকে আরও মজাদার, সুবিধাজনক করে তোলে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের স্পন্সর সিগ্রামস রয়্যাল স্ট্যাগ

শিলিগুড়ি: ভারত সফররত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের অফিসিয়াল স্পন্সর হল সিগ্রামস রয়্যাল স্ট্যাগ। টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজের পারফর্ম্যান্স ও স্টাইলের সঙ্গে রয়্যাল স্ট্যাগের ব্র্যান্ড স্লোগান 'ইটস ইয়োর লাইফ, লিভ ইট লার্জ' পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্রিকেটের মতো 'জেন্টলমেন্স গেম'-এর প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে রয়্যাল স্ট্যাগ এই 'ক্রিকেটিং টাইটান'দের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক্রিকেট সবসময়েই রয়্যাল স্ট্যাগের ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনের কেন্দ্রে থাকে। বিগত বছরগুলিতে রয়্যাল স্ট্যাগ বিশ্বের টপ ক্রিকেটার ও টিমগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়ার সিএমও কার্তিক মহিন্দ্র জানান, প্রায় দুই দশক ধরে লিমিটেড ওভার ক্রিকেট ও রয়্যাল স্ট্যাগ সমার্থক হয়ে উঠেছে। চলতি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের অফিসিয়াল স্পন্সর হয়ে তারা এই ক্রীড়ার জাদুর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখলেন।

সোনির নতুন ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশ

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া তাদের ইমেজিং লাইন-আপে দুটি নতুন সংযোজন হিসেবে নিয়ে এসেছে নতুন ৩৩-মেগাপিক্সেল ফুল-ফ্রেম ইমেজ সেন্সর-সহ ইন্টারচেঞ্জেবল-লেন্স ক্যামেরা 'Alpha 7 IV' (মডেল ILCE-7M4) এবং নতুন ফ্ল্যাশ 'HVL-F60RM2'।

সোনির Alpha 7 IV হল একটি হাইব্রিড স্টিল ও মুভি ক্যামেরা। এই ক্যামেরায় খুব সহজেই ব্যবহারকারীরা ফটো থেকে মুভি ও মুভি থেকে ফটোতে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। Alpha 7 IV ক্যামেরাতে সোনির অত্যাধুনিক ইমেজিং টেকনোলজির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

সোনির নতুন Alpha 7 IV এবং HVL-F60RM2 ফ্ল্যাশ ক্যামেরা ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, আলফা ফ্ল্যাগশিপ স্টোর্স, www.ShopatSC.com পোর্টাল, প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোরসমূহ এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটে (অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্ট)। এগুলির দাম এরকম: Alfa 7 IV (শুধুমাত্র বডি) – ২৪২,৪৯০ টাকা, Alfa 7 IV (বডি + ২৮-৭০এমএম জুম) – ২৬২,৪৯০ টাকা এবং HVL-F60RM2 – ৪৬,০০০ টাকা।

রিবকের জিগ ডায়নামিকা ৩ লঞ্চ

শিলিগুড়ি: ভারতের নেতৃস্থানীয় ফিটনেস এবং লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড রিবক লঞ্চের করল জিগ ডায়নামিকা ৩। যা রিবকের জিগ ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্র্যান্ডের ঐতিহাসিক জিগ প্রযুক্তির একটি নতুন যুগের সূচনা করে। রিবোকের এই নতুন জুতোটি হল এনার্জি সিস্টেমের একটি নিখুঁত সংমিশ্রণ যা সম্পূর্ণ জুতো জুড়ে গতিশক্তির প্রবাহকে উৎসাহিত করে। এই জিগ ডায়নামিকা ৩-র দাম ৭,৯৯৯ টাকা। যা রিবকের নির্বাচিত স্টোর সহ অন্যান্য ফ্যাশন খুচরা বিক্রেতাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে।

জিগ ডায়নামিকা ৩-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল-রেসপনসিভ ফুয়েলফোম মিডসোল,সাইকেলড আপার ম্যাটেরিয়াল, উন্নত কুশনিং এবং প্রোপালসিভ আউটসোল। যা রিবকের এই নতুন জুতোটিকে আরামদায়ক সহ বিশেষ গতি প্রদান করে।

এলআইসি আইপিও পলিসিহোল্ডার কোটা

শিলিগুড়ি: দেশের শীর্ষস্থানীয় বীমাকারী ও আর্থিক সংস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এলআইসি) জানিয়েছে, তাদের আসন্ন পাবলিক ইস্যুতে আবেদনের ক্ষেত্রে একজন যোগ্য পলিসিহোল্ডার হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক পলিসিধারীকে ২৮ ফেব্রুয়ারির আগে কর্পোরেশনের পলিসি রেকর্ডে তার প্যান (PAN) আপডেট করতে হবে। প্যান আপডেট সরাসরি এলআইসি ওয়েবসাইটে বা এজেন্টদের সাহায্যে করা যেতে পারে (https://licindia.in/Home/Online-PAN-Registration)।

এলআইসি সূত্রে জানানো হয়েছে, যোগ্য পলিসিহোল্ডারদের জন্য সংরক্ষণের সমষ্টি মোট অফারের আকারের ১০ শতাংশের বেশি হবে না। এলআইসি ও ভারত সরকার, বিআরএলএম-দের (BRLM) সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ও অনুমোদনক্রমে যোগ্য পলিসিধারীদের অফার মূল্যে ছাড় দিতে পারে। উল্লেখ্য, এলআইসি একটি অফারের মাধ্যমে ১০ টাকা ফেসভ্যালুর ৩১৬,২৪৯,৮৮৫ ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রয়ের জন্য একটি ইনিশিয়াল পাবলিক অফার (আইপিও) ছাড়ার প্রস্তাব পেশ করেছে।

এলআইসি হল একটি ডোমেস্টিক সিস্টেমিক্যালি ইন্স্যুরার ও ফিনান্সিয়াল কংলোমারেট। এলআইসি ৬৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে জীবন বীমা প্রদান করে আসছে এবং এটি ভারতের বৃহত্তম জীবন বীমাকারী সংস্থা। এলআইসি'র প্যান-ইন্ডিয়া নেটওয়ার্কে রয়েছে ২০৪৮টি শাখা অফিস এবং ১৫৫৪টি স্যাটেলাইট অফিস, যা দেশের সমস্ত জেলার ৯১ শতাংশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

হীরানন্দানি গ্রুপের নতুন উদ্যোগ – তেজ প্লাটফর্মস

কলকাতা: ইয়োটা ইনফ্রা-স্ট্রাকচারের (Yotta Infra-structure) মাধ্যমে ডেটাসেন্টার, ক্লাউড কম্পিউটিং ও এন্টারপ্রাইজ টেকনোলজি অফারিংসে সাফল্য অর্জনের পর, হীরানন্দানি গ্রুপ এবার নজর নিবদ্ধ করল আরও বেশি প্রযুক্তি-চালিত কনজিউমার সার্ভিসের প্রতি - তাদের নতুন উদ্যোগ তেজ প্লাটফর্মসের মাধ্যমে। তেজ প্ল্যাটফর্মস গুরুত্ব দেবে সোশ্যাল মিডিয়া, বিনোদন, গেমিং ও ই-স্পোর্টস, ই-কমার্স, পার্সোনাল মোবিলিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ব্লকচেইন লিঙ্কড সলিউশনসের ক্ষেত্রে।

হীরানন্দানি গ্রুপের সিইও, দর্শন হীরানন্দানি জানান, প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকার ঘোষিত ডিজিটাল ইন্ডিয়া দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মিলিয়ে, ২০২২-এর কেন্দ্রীয় বাজেট অনুসারে হীরানন্দানি গ্রুপ প্রযুক্তি-চালিত, যুগোপযোগী পরিষেবাগুলিতে তাদের নজর নিবদ্ধ করবে। ইয়োটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাধ্যমে ক্লাউড কম্পিউটিং, আন্তঃসংযোগ, এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন ও এন্টারপ্রাইজ সাইবার সিকিউরিটি টেকনোলজির ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগ অব্যাহত থাকবে। তেজ প্লাটফর্মসের মাধ্যমে তারা পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করবেন।

একইসঙ্গে, হীরানন্দানি গ্রুপ ক্লাউড সলিউশনস, সাইবার-নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে দক্ষতা-অর্জন ও প্রশিক্ষণের কাজ চালিয়ে যাবে।

স্টার্ডফ্লেক্স ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশনস

কলকাতা: নতুন তৈরি বাড়িকে প্রথম থেকেই সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করার জন্য শ্যাম স্টিল নিয়ে এলো 'স্টার্ডফ্লেক্স ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশনস'। সমীক্ষায় জানা গেছে, নির্মাণের ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ বাড়ি ড্যাম্পের সমস্যায় ভুগতে শুরু করে। স্যাঁতসেতে মাটি, নোনাধরা ইট, বৃষ্টির জল, কিচেন ও বাথরুম ইত্যাদি ওয়াটার ড্যামেজের জন্য দায়ি।

বাড়ির দেওয়ালে সাধারনত পাঁচটি জায়গা দিয়ে জল ঢোকে ও ড্যাম্পের সৃষ্টি করে – ভিত, বাইরের দেওয়াল, ছাদ, বাথরুম ও কিচেন। স্টার্ডফ্লেক্স ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশনস ওই পাঁচটি জায়গা দিয়ে দেয়ালে জল ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়, ফলে বাড়ি হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ড্যাম্প প্রুফ। এছাড়া, শ্যাম স্টিলের স্টার্ডফ্লেক্স তাদের টেকনিশিয়ানদের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ জুগিয়ে বাড়িকে ড্যাম্প-মুক্ত রাখতে সহায়তা প্রদান করে। শ্যাম স্টিলের দাবি, বাড়িকে সুরক্ষিত রাখতে স্টারফ্লেক্সের তুলনা নেই।

শিক্ষাকেন্দ্রিক ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম প্রোপেল্ড

কলকাতা: একটি শিক্ষা-কেন্দ্রিক ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম প্রোপেল্ড ওয়েস্টব্রিজ ক্যাপিটালের নেতৃত্বে সিরিজ বি ফান্ডিং রাউন্ডে বর্তমান বিনিয়োগকারীদের সাথে - স্টেলারিস ভেঞ্চার পার্টনারস এবং ইন্ডিয়া কোটিয়েন্ট ২৬২ কোটি রুপি সংগ্রহ করেছে। এটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল লোন যাত্রার মাধ্যমে কাস্টমাইজড লোন প্রোডাক্ট প্রদান করে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি সাশ্রয়ীত্ব বাড়াতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে।

বিভু প্রসাদ দাস, ভিক্টর সেনাপতি এবং ব্রিজেশ সামন্তরায়ের আইআইটি মাদ্রাজ ত্রয়ী দ্বারা ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রোপেল্ড ৫৫০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করেছে এবং বর্তমানে বার্ষিক ঋণ বিতরণের রান রেট ৬০০কোটি টাকা কম অর্থায়নের অনুপ্রবেশ সহ সেগমেন্টে লোন বুক দ্রুত বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করছে এবং শিক্ষার্থীদের এবং অংশীদার প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য তাদের প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্মের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে।

প্রোপেল্ডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রী বিভু প্রসাদ দাস বলেন, "আমরা এখন পর্যন্ত শহরে সক্রিয় অংশীদারিত্ব থেকে উল্লেখযোগ্য ট্র্যাকশন দেখতে পাচ্ছি, ব্যবসায়িক মডেল এবং বাজারের সুযোগের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।"

মারুতি সুজুকি'র নিউ এজ ব্যালেনো

শিলিগুড়ি: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেডের বহু-প্রতীক্ষিত ও 'টেকনোলজিক্যালি সুপিরিয়র প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাক' নিউ এজ ব্যালেনো লঞ্চ হল। এই অত্যাধুনিক গাড়িতে রয়েছে 'ক্লাস লিডিং টেকনোলজি', সেফটি, কমফর্ট ও কনভিনিয়েন্স ফিচার্স, আর সেইসঙ্গে নেক্সা'র 'নিউ সিগনেচার ক্র্যাফ্‌টেড ফিউচারিজম ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ'। সবমিলিয়ে বলা যায়, নিউ এজ ব্যালেনো গ্রাহকদের মন জয় করে নেবে।

নিউ এজ ব্যালেনো পাওয়া যাচ্ছে ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন ও অটো গিয়ার শিফট – এই দুই মডেলে এবং চারটি ভেরিয়েন্টে – সিগমা, ডেল্টা, জিটা ও আলফা। মারুতি সুজুকি নিউ এজ ব্যালেনোর দাম (মডেল ও ভেরিয়েন্ট অনুসারে) ৬৩৫০০০ টাকা থেকে ৯৪৯০০০ টাকা।

মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও কেনিচি আয়ুকাওয়া বলেন, লঞ্চের পর থেকে ব্যালেনো হল ইন্ডাস্ট্রির পাঁচটি বেস্ট-সেলিং কারের অন্যতম। ভারতে ও ১০০টিরও বেশি দেশে ব্যালেনোর গ্রাহক রয়েছেন ১ মিলিয়নেরও বেশি। এবার নিউ এজ টেকনোলজি ও ফিচার্স, আর সেইসঙ্গে ফ্রেশ লুক, প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র ও স্পেশাল সেফটি গ্রাহকদের অভিজ্ঞতাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

আড্ডা৫২ চ্যাম্পিয়ন্স লিডারবোর্ড (এসিএল) ২০২১

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি ভিত্তিক ৩৫ বছর বয়সী মনীশ আড্ডা৫২ চ্যাম্পিয়ন্স লিডারবোর্ড (এসিএল) ২০২১-এর চূড়ান্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে একজন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। একটি বছরব্যাপী লিডারবোর্ড প্রোগ্রাম যা ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১-এ শেষ হয়েছে, একটি অ্যাকশন-প্যাকড জুজু যুদ্ধের ফাইনালের সাক্ষী হবে। নয়জন খেলোয়াড় ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২২-এ ডেল্টিন রয়্যালে, গোয়াতে বিজয়ী শিরোপা জয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আইনজীবীদের পরিবার থেকে আসা এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের অধিকারী, মনীশ ২০২১ সালে ডেল্টিন পোকার টুর্নামেন্টে প্রথম রানার আপ পজিশন অর্জন করেন। আড্ডা৫২-এ তার বর্তমান জয় ২ কোটির উপরে এবং ২৩টি প্রথম স্থান ও ১১১টি ফাইনাল টেবিল শেষ হয়েছে। টুর্নামেন্টের সমাপনীতে বিখ্যাত পেশাদার জুজু খেলোয়াড়দের উপস্থিতিও প্রত্যক্ষ হবে - কুণাল পাটনি পাশাপাশি অভিনেতা এবং পেশাদার জুজু খেলোয়াড় - মিনিশা লাম্বা। বিজয়ী ২০লক্ষ টাকা মূল্যের একটি আড্ডা৫২ প্রো চুক্তি বাড়িতে নিয়ে যাবে।

গাউসিয়ান নেটওয়ার্ক-এর নির্বাহী পরিচালক ও সিইও শ্রী শিবানন্দন পারে বলেন, "আমরা বুঝতে পেরেছি যে মহামারী আমাদের বেশিরভাগ খেলোয়াড়কে লাইভ পরিবেশে জুজু খেলার অভিজ্ঞতা থেকে দূরে রেখেছে। এ কারণেই আড্ডা৫২ টিম গোয়ায় ফাইনালের ধারণা করেছিল এবং ভারতের সবচেয়ে প্রিয় ক্যাসিনো - ডেল্টিন রয়্যালের চেয়ে ভাল ভেন্যু আর কী ছিল।"

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড

দুর্গাপুর: ১৯৯২ সালে লঞ্চ হওয়া ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড হল নিজস্ব ক্যাটাগরির অন্যতম পুরাতন ফান্ড। পারফর্ম্যান্সের ক্ষেত্রে এর দীর্ঘমেয়াদি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। এই ফান্ডের কর্পাস ২৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি এবং এই ফান্ড ১৭ লক্ষেরও অধিক বিনিয়োগকারীর আস্থাভাজন (৩১ ডিসেম্বর ২০২১ অবধি)। ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডের পক্ষ থেকে আনা এই অফার লং-টার্ম ইনভেস্টরদের উপযোগী, যারা এমন একটি ফান্ডের সন্ধানে রয়েছেন যা ফলপ্রসূ 'কোয়ালিটি বিজনেসেস'-এ বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ইকনোমিক ভ্যালু' সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন।

ফ্লেক্সি-ক্যাপ ফান্ডগুলি হল ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি ফান্ড যা মোট সম্পদের কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ বিভিন্ন কোম্পানির লার্জ-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ বা স্মল-ক্যাপ ফান্ডের ইকুইটি অ্যাসেটে বিনিয়োগ করে। ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের বিনিয়োগ নীতি নির্ভর করে তিনটি স্তম্ভের ওপর – কোয়ালিটি, গ্রোথ ও ভ্যালুয়েশন। এর পোর্টফোলিও স্ট্রাটেজির অভিমুখ এমন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলির দিকে থাকে যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত।

বিনিয়োগের 'গ্রোথ' স্টাইলে আস্থাশীল এই ফান্ডের বিনিয়োগ নীতি। ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড সেইসব বিনিয়োগকারীর জন্য উপযুক্ত যারা গুণমানসম্পন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের কোর ইকুইটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে চাইছেন ও দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে 'ক্যাপিটাল গ্রোথ' সন্ধান করছেন। ৫ থেকে ৭ বছরের মেয়াদে আগ্রহী মডারেট রিস্ক-প্রোফাইলের ইনভেস্টরগণ লং-টার্ম ফিনান্সিয়াল গোল অর্জনের জন্য ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড বেছে নিতে পারেন।

টিক ট্যাক সিডসের নতুন ফ্লেভার

কলকাতা: ফেরেরো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দুটি ভিন্ন ফ্লেভারের মাউথ-ফ্রেশনার 'টিক ট্যাক সিডস' লঞ্চ করল। ফেরেরোর এই ফ্লেভার দুটি হল সৌনফ এবং আদা ইলাইচি। বলাবাহুল্য, 'টিক ট্যাক সিডস' হল চূর্ণ বীজে ভরা ক্রাঞ্চি শেল যা একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং অনন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ফেরেরো ইন্ডিয়ার মূল উদ্দেশ্য হল এই সিডস লঞ্চের মাধ্যমে রিফ্রেশমেন্ট বিভাগে টিক ট্যাকের উপস্থিতি শক্তিশালী করা। পুনের বারামতিতে ফেরেরো ইন্ডিয়া প্ল্যান্টে তৈরি হয় টিক ট্যাক সিডস। বৃহত্তর গ্রাহক সার্কেল তৈরির স্বার্থে দেশব্যাপী এই টিক ট্যাক সিডসের দাম রাখা হয়েছে ১ টাকা এবং ১০ টাকা। উল্লেখ্য, এই ফেরেরো গ্রুপ হল বিশ্বের অন্যতম প্যাকেজজাত মিষ্টান্ন ব্র্যান্ড।

ভারতীয় প্যালেটের বৈচিত্র্যময় স্বাদ পূরণের ক্ষেত্রে টিক ট্যাক বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে এই সংস্থার প্যালেটে রয়েছে পুদিনা, কমলা এবং আপেল ফ্লেভারেরে ভ্যরাইটি। ফেরেরোর লক্ষ্য হল আগামী বছরগুলিতে টিক ট্যাকের স্বাদ প্রবর্তনের মাধ্যমে পোর্টফোলিওটি আরও প্রসারিত করা। টিক ট্যাকের ইন্ডিয়ার মার্কেটিং হেড জোহের কাপুসওয়ালা- টিক ট্যাক, রোচার, নুটেলা বলেন, আমাদের মূল্য নির্ধারণ পলিসি টিক ট্যাক সিডসের বাজার বাড়াতে সাহায্য করবে।

সোচের স্টোর চালু করল দুর্গাপুরে

দুর্গাপুর: মহিলাদের প্রিয় ব্র্যান্ড সোচ পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে তাদেরএক নতুন স্টোর চালু করেছে। এটি দুর্গাপুরে সোচের প্রথম স্টোর। এই নতুন স্টোরটি দুর্গাপুরের রাজ সম্মিলনী মলে প্রায় ১০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আগে থেকেই সোচের ২টি স্টোর রয়েছে, এখানে গ্রাহকদের জন্য স্থানীয় বাজার এবং প্রবণতার উপর ভিত্তি করে স্টোরের প্রোডাক্টগুলি নির্বাচন করা হয়।

বহু প্রতীক্ষিত সোচের রেড ডট সেল অনলাইন এবং এখন সমস্ত আউটলেট জুড়ে লাইভ রয়েছে। সোচের স্টোরে কেনাকাটায় এখন নির্বাচিত শাড়ি, সালোয়ার স্যুট, কুর্তা, টিউনিক এবং পোষাক সামগ্রীর বিস্তৃত উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে।

প্রায় ১৬ বছর ধরে দেশে সোচের উপস্থিতি রয়েছে এবং ব্র্যান্ডটির দেশ জুড়ে ৫৮টি শহরে ১৪২টি স্টোর সহ অনলাইনেও এর উপস্থিতি রয়েছে। সোচ অ্যাপারেলস-এর নির্বাহী পরিচালক ও সিইও শ্রী বিনয় চাটলানি বলেছেন, "এটি পশ্চিমবঙ্গে আমাদের তৃতীয় স্টোর এবং আমরা আমাদের গ্রাহকদের নতুন স্টোরে স্বাগত জানাতে এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিস্তৃত সুন্দর পোশাক সরবরাহ করার জন্য উন্মুখ"।

'রিয়েল ইনসাইট রেসিডেন্সিয়াল – অ্যানুয়াল রাউন্ড-আপ ২০২১'

কলকাতা: নতুন প্রজেক্ট লঞ্চের প্রতি দেখানো সংযম কলকাতার ডেভেলপারদের তাদের ইনভেন্টরি প্রোফাইল উন্নত করতে সাহায্য করেছে - ভারতের ৮টি প্রধান আবাসিক বাজারের মধ্যে সবচেয়ে কম সংখ্যক অবিক্রীত আবাসন রয়েছে কলকাতায়, যা থেকে এই তথ্য স্পষ্ট হয়েছে।

অনলাইন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি 'প্রপটাইগার ডট কম'-এর প্রধান হাউজিং মার্কেটগুলির বিশ্লেষণ 'রিয়েল ইনসাইট রেসিডেন্সিয়াল – অ্যানুয়াল রাউন্ড-আপ ২০২১' অনুসারে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ অবধি দেশের অবিক্রীত আবাসনের মাত্র ৪ শতাংশ রয়েছে কলকাতায় (২৫,৭১৬)। ইনভেন্টরি ওভারহ্যাং (বর্তমান বিক্রয়ের গতিপ্রকৃতি অনুসারে ডেভেলপারগণ অবিক্রীত স্টক বিক্রি করতে যে সময় নেবেন) মাত্র ৩১ মাস, যা ৮টি প্রধান শহরের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় সর্বনিম্ন।

কলকাতার ইনভেন্টরি প্রোফাইলে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের পেছনে একটি মূল কারণ হল বাড়ির বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অস্থায়ী স্ট্যাম্প শুল্ক হ্রাস ও সার্কেল রেট কমানো। এরসঙ্গে, রেকর্ড পরিমাণ কম সুদের হারও ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে কলকাতায় আবাসন বিক্রয়সংখ্যা ৯ শতাংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ২০২০ সালের পুরো বছরে ৯২৬১টি আবাসন বিক্রয় হয়েছে, আর ২০২১ সালে ৯৮৯৬ ইউনিট বিক্রয় হয়েছে। ক্রেতাদের মানসিকতার পরিবর্তনের ফলে ইয়ার-অন-ইয়ার ভিত্তিতে কলকাতায় ২০২১ সালে ৬৪ শতাংশ বেশি নতুন লঞ্চ হয়েছে। সর্বাধিক নতুন ইউনিট লঞ্চ হয়েছে রাজারহাট, বারাসাত ও নিউ টাউন এলাকায়। বার্ষিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে কলকাতায় নতুন আবাসনের গড়মূল্য বর্তমানে বর্গফুট-প্রতি ৪৩০০ টাকা থেকে ৪৫০০ টাকা। এর ফলে ভারতের সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের মেগা শহরে পরিণত হয়েছে কলকাতা।

এ৫জি নেটওয়ার্কের সাথে ভি -এর সহযোগিতা

শিলিগুড়ি: ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড (ভিআইএল) ভারতে শিল্প ৪.০ এবং স্মার্ট মোবাইল এজ কম্পিউটিং সক্ষম করতে এ৫জি নেটওয়ার্ক, ইনকর্পোরেশন-এর সাথে তার সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছে। ভি এবং এ৫জি নেটওয়ার্কগুলি একসাথে বিদ্যমান ৪জি স্পেকট্রাম ব্যবহার করে মুম্বাইতে একটি পাইলট প্রাইভেট নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে।

এ৫জি নেটওয়ার্ক সফ্টওয়্যার সম্পূর্ণরূপে ক্লাউড-নেটিভ কন্টেইনারাইজড সফ্টওয়্যার যা হাইব্রিড এবং মাল্টি-ক্লাউড অবকাঠামোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। ভি ইতিমধ্যেই মুম্বাইতে এ৫জি নেটওয়ার্কের স্বায়ত্তশাসিত কোর সফ্টওয়্যার এবং হোয়াইট বক্স র্যা ন উপাদানগুলি ব্যবহার করে শিল্প অটোমেশন ব্যবহারের কেস, এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন, এবং কম লেটেন্সি পরিস্থিতিগুলি প্রদর্শন করে - সবগুলি অপারেটর নেটওয়ার্কের সাথে নির্বিঘ্নে আন্তঃসংযোগ করার সময় একটি এন্ড-টু-এন্ড প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সেট আপ করেছে।

এ৫জি নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রী রাজেশ মিশ্র বলেছেন, "ভি তাদের গ্রাহকদের সর্বোত্তম-শ্রেণির পরিষেবা প্রদান করতে এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া আন্দোলনকে চালিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

টি১০ ক্রিকেট শুরু নকশালবাড়িতে

নকশালবাড়ি: ইউনাইটেড ক্লাব ও বাবুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে ১৯ ফেব্রুয়ারি নকশালবাড়িতে শুরু হল সায়ন দত্ত গ্যালারি ও নগেন্দ্রনাথ পান্ডে ট্রফি টি১০ ক্রিকেট। ইউনাইটেডের সভাপতি ধর্মেন্দ্র পাঠক জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বর্ষের প্রতিযোগিতায় খেলবে মোট ১৬টি দল।

চ্যাম্পিয়ন নেতাজি সংঘ

ইসলামপুর: মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল নেতাজি সংঘ। ২০ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে নেতাজি সংঘ ৪৫ রানে মিলনপল্লি ইলেভেন স্টারকে হারিয়েছেন। ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে টসে জিতে নেতাজি ব্যাটিং করতে নেমে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে হারিয়ে ১৮৭ রান তোলে। নেতাজির দেবায়ন কিস্কু ৫৩ রান করেন এবং সত্যজিৎ বিশ্বাস ১০ রানে ২ উইকেটে নেন। জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে মিলনপল্লি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪২ রান তুলতে পারে। মিলনপল্লির অরুণ দাস ২০ রান করেন এবং মহম্মদ রফি ১৩ রানে ৩ উইকেটে নেন।

এসপিএল ফাইনালে চামুণ্ডা

কুমারগ্রাম: উদয়ন কালচারাল সোসাইটির ৮ দলীয় সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ (এসপিএল) ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির চামুণ্ডা ব্রিগেড। আগামি ২৭ জানুয়ারি ফাইনাল ম্যাচটি খেলা হবে। ২৪ জানুয়ারি দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নাজিরান দেউতিখাতার মাঠে চামুণ্ডা ব্রিগেড ৬ উইকেটে তেজপুর শিবাং একাদশকে হারিয়েছে।

জিতল টাউন ক্লাব

জলপাইগুড়ি: ২৪ ফেব্রুয়ারি সুপার ডিভিশন লিগে জিতল টাউন ক্লাব। টাউন ক্লাব ৬ উইকেটে এফইউসি ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে এফইউসি ২১.৩ ওভারে ৭৪ রানে সব উইকেট হারিয়ে ফেলে। জবাবে টাউন ক্লাব ১৫.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৮ রান করে। টাউন ক্লাবের বিশাল রায় ৩০ রান করে। এফইউসির জাভেদ হোসেন ১৬ রান করে। টাউন ক্লাবের গোকুল রায় ৩ উইকেট পায়। এফইউসির সাইমন খাওয়াস ২ উইকেট পায়।

তায়কোয়ান্দো দলে সুযোগ দু'জনের

জলপাইগুড়ি: তায়কোয়ান্দোর জাতীয় দলের দুটি টিমে সুযোগ পেল জলপাইগুড়ির দুজন। জলপাইগুড়ির আরএসএ ক্লাবের বিপাশা রায় জাতীয় দলের 'বি' টিমে এবং প্রিয়াঙ্কা রায় 'জাতীয় দলের 'সি' টিমে সুযোগ পেয়েছে। বিপাশা রায় মহিলাদের সিনিয়র দলের অনূর্ধ্ব ৬৭ কিলোগ্রাম বিভাবে এবং প্রিয়াঙ্কা মহিলাদের সিনিয়র দলের অনূর্ধ্ব ৫৩ কিলোগ্রাম বিভাগে খেলবে।

জাতীয় স্তরে সুযোগ পেলেন উত্তরবঙ্গের দীপু

ময়নাগুড়ি: ফুটবলে জাতীয় স্তরে রেফারির তালিকায় নাম লেখালেন ময়নাগুড়ির দিপু রায়। ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভান্ডার গ্রামপঞ্চায়েতের হুসলুরডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা দিপু রায়।

তিনি অনেক প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে তবে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছেন। বাবা হাতাসু রায় হুসলুরডাঙ্গা বাজারের এক পাটগোলায় শ্রমিকের কাজ করে চার সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালাতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার প্রতি বরাবরই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন দিপু। বলাবাহুল্য, গ্রাম্য পরিবেশে খেলার সামগ্রী ও খেলার পোশাকের যোগান কোনদিনই তিনি সেভাবে পাননি। ফুটবল খেলার প্রতি তাঁর উৎসাহ থাকায় স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরাও তাঁকে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন।

জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে তিনি স্নাতক হন। এরপর বিপিএড করার জন্য তিনি কল্যাণী বিশ্ব বিদ্যালয় ভর্তি হন। কিন্তু বিপিএড শেষ করার আগেই ২০০৯ সালে তিনি কলকাতা পুলিশে কনস্টেবল পদে যোগদান করেন। সেখান থেকেই ২০১০ সালে তিনি ফুটবলের রেফারিং শুরু করেন। ২০১৫ সালে সর্ব ভারতীয় রেফারির পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। এরপরই তিনি উত্তরবঙ্গের প্রথম জাতীয় স্তরে রেফারি হওয়ার সুযোগ পান। উল্লেখ্য, তিনি বিসি রায় ট্রফি, সন্তোষ রায় ট্রফি, আই লিগ, ডুরান্ড কাপ, আইএসএল-এ রেফারিং করেন।

দিপু রায় বলেন, ছোটবেলা থেকেই আমি অ্যাথলেটিক্স ও ফুটবল ভালোবাসতাম। বরাবরই এই ফিল্ডে একটা কিছু করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তেমন সাফল্য আসেনি। অবশেষে রেফারিং-এ সাফল্য পেয়েছি। এই জায়গায় পৌঁছতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাই কঠোর পরিশ্রমকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করেন তিনি।

শিলিগুড়ির স্মৃতিতে উজ্জ্বল সুরজিৎ সেনগুপ্ত

শিলিগুড়ি: কলকাতার ময়দান থেকে অবসর নিলেও শিলিগুড়ির কর্মকর্তাদের অনুরোধ তিনি ফেলতে পারেননি। তাঁদের অনুরোধেই কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিবেকানন্দ ক্লাবের হয়ে লিগে নেমে পড়েছিলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। চাকুরির সূত্রেই তাঁর শিলিগুড়িতে আসা। ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রয়াণে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের স্মরণসভায় সচিব কুন্তল গোস্বামী তেমনই কিছু স্মৃতি তুলে ধরলেন। তিনি জানান, ১৯৮৮ সালে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত নেহেরু কাপের ম্যাচ রিপোর্টিং করতেন সুরজিৎদা, সেই লেখা পড়ে পরদিন তাঁর সঙ্গে তর্ক বেঁধে যেত আমাদের। সুরজিৎদার তুলনায় আমাদের ফুটবল অভিজ্ঞতা ছিল খুবই নগণ্য। তবুও তিনি আমাদের কথা হেসে উড়িয়ে না দিয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেন।

ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, তখন আমি বিবেকানন্দের দল গঠনের সঙ্গে জড়িত। মাঠে সুরজিৎদাকে বিপক্ষের কেউ ফাউল করলে তেড়ে যেতাম আমরা। কিন্তু তাঁকে দেখতাম যন্ত্রণা ভুলে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

ঘরোয়া অভিজ্ঞতায় কথা উঠে এসেছে নিলয় চক্রবর্তীর কথায়, তিনি বলেন, আমাদের হাকিম পাড়ার বাড়িতেই সুরজিৎ কাকু ভাড়া এসেছিলেন। মাস তিনেক থাকার পর তিনি উঠে যান অন্য একটি বাড়িতে। আমার সঙ্গে পড়ার টেবিলেই তিনি খবরের কাগজের জন্য লেখালেখি করতেন। পড়ার ফাঁকে তার লেখা পড়া ছিল আমার সেইসব দিনের আকর্ষণ।

নকশালবাড়িতে সায়ন-নগেন্দ্রনাথ ক্রিকেট ট্রফি

নকশালবাড়ি: ইউনাইটেড ক্লাব ও বাবুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে সায়ন দত্ত গ্যালারি ও নগেন্দ্রনাথ পান্ডে ট্রফি টি১০ ক্রিকেট শুরু হল ২০ ফেব্রুয়ারি। এদিন নিখিল স্মৃতি মাঠে বিধাননগর মিলনপল্লি একাদশ ৮ উইকেটে ফুলবাড়ির বিএসকে কে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে বিএসকে ৮ উইকেটে ৫৭ রান তোলে। জবাবে মিলনপল্লি ২ উইকেটে ৫৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় টিটন দাস।

অন্য ম্যাচে নকশালবাড়ি ইলেভেন ও মাটিগাড়ার মায়াদেবী ক্লাব খেলে। এই ম্যাচে নকশালবাড়ি ৭ উইকেটে মাটিগাড়ার বিরুদ্ধে জিতেছে। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে মাটিগাড়া মায়াদেবী ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৮ রান তোলে। আকাশ দড় করেন ২৮ রানক, বনমালি রায় ২০ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। জবাবে নকশালবাড়ি ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান তুলে নেয়। কুমার রায় ৩৪ ও ম্যাচের সেরা বনমালি ২০ রান করেন।

রাজ্য দাবায় চ্যাম্পিয়ন সম্যক ধারেয়া

শিলিগুড়ি: রাজ্য দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার সম্যক ধারেয়া। কলকাতায় আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সাব-জুনিয়ার (অনূর্ধ্ব ১৬) প্রতিযোগিতায় ২১ ফেব্রুয়ারি ৭ ম্যাচ থেকে সম্যক পেয়েছে ৬ পয়েন্ট। সম্যক পাঁচটি ম্যাচ জিতেছে এবং দুইটিতে ড্র করেছে।

রাজ্য স্তরে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সম্যক সাব-জুনিয়ার ন্যাশনাল দাবায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতাটি নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৪-৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। সম্যকের বাবা নরেশ এই বিষয়ে বলেন, "এদিনই আমরা শিলিগুড়িতে ফিরেছি। হাতে থাকা কয়েকটি দিনে এবার ন্যাশনাল দাবায় সাফল্যের লক্ষ্যে ও প্রস্তুতি নেবে"। রাজ্য আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সম্যককে অভিনন্দন জানিয়েছেন শিলিগুড়ির বর্ষীয়ান দাবাড়ু শ্যামল চক্রবর্তী।

টি২০ ক্রিকেটে জিতল স্বস্তিকা যুবক সংঘ

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল সে ট্রফি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২৪ ফেব্রুয়ারি স্বস্তিকা যুবক সংঘ দেশবন্ধু স্পোর্টিং ও ইউনিয়নকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে জিতে দেশবন্ধু প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে। দেশবন্ধু ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে মোট ১১৯ রান তোলে। দেশবন্ধুর হয়ে তরুণ মিত্তাল ৩৫ রান ও সুনীল ঘোষ ২৪ রান করেন। স্বস্তিকা যুবক সংঘের হয়ে শিবাশিস ধর ১৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট এবং শুভঙ্কর দাস ৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে স্বস্তিকা মাত্র ১৭.৪ ওভারেই ৪ উইকেটে ১২০ রান তুলে নেয়। স্বস্তিকার হয়ে শুভঙ্কর সাহা ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন।

সুপার ডিভিশনে বড় জয় সরোজিনীর

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২০ ফেব্রুয়ারি আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ৮ উইকেটে জিটিএসসি-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমে ব্যাটিং করে জিটিএসসি ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১২১ রান তোলে। জিটিএসসির উদিত চৌধুরী সর্বোচ্চ ২৮ রান করেন। রাজু সাহানি ২১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। জবাবে সরোজিনী মাত্র ১৫.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১২৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ডোনিল দত্ত ৫২ রানে অপরাজিত থাকেন।

আইএসএলে ফিরতে পারে দর্শক

কলকাতা: আইএসএলের লিগ পর্ব শেষ হচ্ছে ৭ মার্চ। তারপর ১১, ১২ ও ১৫, ১৬ মার্চ সেমির দুই লেগ। ২০ মার্চ ফতোরদায় এই মরশুমের ফাইনাল খেলার কথা রয়েছে। আইএসএল-এর ফাইনালে গ্যালারিতে ফিরতে পারে দর্শক। ফাইনাল ম্যাচ দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে তৎপর এফএসডিএল। গোয়া সরকার ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে ম্যাচ করার অনুমতি দিয়েছিল। সেই নিয়ম এখনও কার্যকর, তাই ফাইনালে গ্যালারিতে দর্শকদের ফেরার সম্ভাবনা বাড়ছে।

বিসিসিআই-এর বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পরতে পারেন ঋদ্ধিমান

কলকাতা: ঋদ্ধিমান জাতীয় দলের জার্সিতে শেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২১-এর নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়েতে। আগামি শ্রীলঙ্কা সিরিজে দল থেকে বাদ পড়ার পরই থেকেই একের পর এক রহস্য ফাস করছেন। বোর্ড সভাপতি সৌরভের তাকে দলে রাখার আশ্বাস থেকে জাতীয় দলে খেলা নিয়ে কোচ রাহুলের সঙ্গে তাঁর কথা, সবটাই সবার সামনে এসেছে। ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করেন এক সাংবাদিকের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের অংশবিশেষ। সেই স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে, ঋদ্ধিমান সেই সাংবাদিককে ইন্টারভিউ না দেওয়ায় নানানভাবে হুমকি দিয়েছেন।

আগামী ২ মার্চ বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক। ওই সভাতেই নতুন ভাবে ক্রিকেটারদের জন্য গ্রেড পে চালু করতে চলেছে বোর্ড। জানা যাচ্ছে, বার্ষিক চুক্তিতে একটি নতুন গ্রেড চালু করতে পারে বিসিসিআই। এটা এখন অনেকটা পরিষ্কার যে ঋদ্ধিমান সাহার আগামী দিনে জাতীয় দলে ফিরছেন না। তাই বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়তে পারেন বাংলার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।

বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে এই মুহূর্তে 'বি' ক্যাটেগরিতে আছেন ঋদ্ধিমান। যেখানে বছরে ৩ কোটি টাকা পান তিনি। কিন্তু বোর্ডের গ্রেড পে থেকে ঋদ্ধিকে ছাঁটাই করে দেওয়া মানে জাতীয় দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হতে চলেছে তাঁর জন্য। গ্রেড পে-তে অজিঙ্ক রাহানে, চেতেশ্বর পূজারা, ইশান্ত শর্মাদের অবনমন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সূত্রের খবর, 'এ+' ক্যাটেগরিতে উঠে আসতে পারেন ঋষভ পন্থ, কেএল রাহুল। 'এ+' ক্যাটেগরির তালিকাভুক্ত ক্রিকেটাররা পাবেন সর্বোচ্চ ৭ কোটি টাকা (বার্ষিক)।

সূত্রের খবর, বিসিসিআইয়ের গ্রেড পে তালিকাভুক্ত ক্রিকেটাররা বোর্ডের মিডিয়া ম্যানেজারের অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবেন না, শীঘ্রই এই নতুন নির্দেশিকা চালু করতে চলেছে বোর্ড। কোনও সাংবাদিক যদি বোর্ডের গ্রেড পে তালিকাভুক্ত কোনও ক্রিকেটারের সাক্ষাৎকার নিতে চান, বিসিসিআইয়ের মিডিয়া ম্যানেজারের অনুমতির প্রয়োজন। এর সঙ্গে, ক্রিকেটারদের তরফে অভাব অভিযোগ শোনার জন্য একটি নতুন এজেন্সি নিয়োগ করতে চলেছে বোর্ড। তাঁদের কাছে ক্রিকেটাররা নিজেদের যাবতীয় যা কিছু অসুবিধে, সমস্যা বলতে পারবে। বিসিসিআই সেগুলিকে নিষ্পত্তি করবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96